ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 July, 2023 ■ আগরতলা ৭ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র ভবনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের বৈঠক

লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের রণকৌশল প্রস্তুত বিজেপির

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.)।। আগামী ২০২৪-এর সংসদীয় নির্বাচনে পূর্ব ভারতের ১৪২টি আসনে ভালো ফলাফল করার অঙ্গীকার করেছেন গুয়াহাটিতে ১২টি রাজ্যের দলীয় শীর্ষ পদাধিকারীরা।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গুয়াহাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ সদর দফতর, অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আজ বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট সহ পূর্ব ভারতের ১২টি রাজ্য-প্রভারী, সভাপতি, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য পদস্থ পদাধিকারীদের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সংসদীয় নির্বাচনী রণকৌশল প্রস্তুত করতে বিস্তর আলোচনা হয়। আলোচনায় উঠে এসেছিল দলের অভ্যন্তরে কথিত কোন্দল প্রসঙ্গ। যাবতীয় মান-অভিমান, ক্ষোভ-বিক্ষোভ ঝেড়ে নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতে উপস্থিত সকলে অঙ্গীকার করেছেন।

দলের এক বিশ্বস্ত সূত্রের বক্তব্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ পূর্ব ভারতের ১২ রাজ্যের ১৪২-এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ আসন বিজেপির দখলে। বাকি আসনে রয়েছেন বিরোধী দলের সাংসদ। এমতাবস্থায় আগামী নির্বাচনে শতাংশের হার ১০০-য় নিয়ে যেতে, নিদেন পক্ষে ৯০ শতাংশ আসন দখল করতে রণকৌশল তৈরি করা হয়েছে আজকের বৈঠকে। সূত্রের দাবি, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট রাজ্যের সব আসনে বিজেপি এবং শরিক দলের প্রার্থীরাই জয়ী হবেন, তা নিশ্চিত। এদিকে বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতার দাবি, লোকসভায় অসমের ১৪টি আসনের মধ্যে ১২টিতে অনায়াসে বিজয়ী হবেন দলীয় প্রার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা নাগাদ ভারত মাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন, ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়দের চিত্রপটের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ এবং সমবেত 'বন্দে মাতরম' দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের পৌরোহিত্যে।

বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন ১২ রাজ্যের সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক সহ অন্য পদাধিকারীরা। ছিলেন দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তথা অসমের প্রভারী বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দলীয় প্রভারী সম্বিত পাত্র, নলীন কোহলি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস, সর্বভারতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় গাড়ির ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই।। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার পথে তেলের ট্যাঙ্কার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। বৃহস্পতিবার সকালে তেলিয়ামুড়া অম্পি চৌমুহনীর সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। দমকলকর্মীরা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।পুলিশ জানিয়েছেন ,ঘাতক গাড়ির চালক প্রথমে পালিয়ে গেলেও পরবর্তী সময়ে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করেছেন।

মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, কল্যানপুরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেরে আজ সকালে রানীরবাজার থানাধীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হচ্ছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি।আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে সরকারিভাবে মূল অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন মানিক সাহা বলেন,ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি, সাথে একজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ, যিনি ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। তিনি এই পদ সামলানোর সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে গৌরব অর্জন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রসারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কথা ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ডা. সাহা বলেন, ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার জন্য তিনি কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তা ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

সাথে তিনি যোগ করেন, ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভারতবর্ষের এক কিংবদন্তী নেতা ছিলেন। দেশের অখন্ডতা রক্ষায় তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে তৎকালীন শাসকদল দেশ গড়ার কাজে ও দেশের অখন্ডতা রক্ষায় ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদানকে কখনও স্মরণ করেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুরু থেকেই যুব সমাজকে ভারতের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্বদের জীবন ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত করার জন্য প্রয়াস নিয়েছেন।

তাঁর কথায়,ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে সর্বাগ্রে ছিল দেশ, দেশের অখন্ডতা ও দেশবাসীর কল্যাণ। ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সবসময়ই দেশকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সন্ধিক্ষণে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মত নেতার খুবই প্রয়োজন। তাঁর আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা কোটি কোটি দেশবাসীর অনুপ্রেরণা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে রাজনৈতিক দৃশ্যপট ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।ডা. সাহা এও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন এবং সরকার ও একটি দল হিসাবে তাঁর নির্দেশনা মেনে স্বচ্ছভাবে কাজ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন শুভাশিষ তলাপাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। বিচার পতি শুভাশিষ তলাপাত্র ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতি হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তাঁর নাম ওই পদে সুপারিশ করেছেন।

উড়িষ্যা হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডা: এস মুরলীধর এবছরে আগস্ট মাসে অবসরে যাবেন। এরপর ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শুভাশিষ তলাপাত্র দায়িত্ব নেবেন।

প্রসঙ্গত, শুভাশিষ তলাপাত্র ২০১১ সালের ১৫ নভেম্বর গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ২০১৩ সালে আলাদাভাবে ত্রিপুরায় হাইকোর্ট স্থাপিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ শুরু বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার দ্বিতীয় অধিবেশন। মোট চার দিন চলবে এই অধিবেশন। অধিবেশনের প্রথম দিনেই ২০২৩-২৪অর্থ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। এরপর বাকি দিনগুলিতে বাজেটের বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যার চেষ্টা, অল্পতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। কৈলাসহর ছনতৈল মুসলিমপল্লী এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মতিনের মেয়ে রাহেনা বেগমের সামাজিক ভাবে বিবাহ হয় বিগত সাত বছর পূর্বে সফরিকান্দি ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা ছাতির আলির ছেলে আনোয়ার উদ্দিনের সাথে। তাদের সংসারে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সেই কন্যা সন্তানটি জন্ম হওয়ার পর তাদের সংসারে বাঁধে অশান্তি। আনোয়ার উদ্দিন বলে কেন তাদের কন্যা সন্তান জন্ম হয়েছে। তাই বলে আনোয়ার উদ্দিন তার স্ত্রী রাহেনা বেগমকে বেধরক মারপিট চালাত বলে অভিযোগ। এ নিয়ে একাধিকবার সালিশি সভা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এমনকি আনোয়ার উদ্দিন বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নেশা সামগ্রী পাচার বাণিজ্যের সাথে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ। তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন এ কাজে বাধা দিলেও সে তাতে কর্ণপাত করেনি। বর্তমানে তার স্ত্রী পাঁচ মাসের গর্ভবতী থাকা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীকে প্রানে মারার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা করছে বলে অভিযোগ। রাহেনা বেগমকে অযথা আনোয়ার উদ্দিন বেধড়ক মারপিট চালাতে শুরু করে। স্থানীয়রা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে খবর পাঠায় রাহেনা বেগমের বাপের বাড়িতে। ঘটনাস্থলে বাপের বাড়ির লোকেরা গিয়ে দেখতে পায় রাহেনা বেগমের গলায় ফাঁস লাগিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করছে তার স্বামী আনোয়ার উদ্দিন।

এরপর আনোয়ার উদ্দিনের হাত থেকে রাহেনা বেগমকে রক্ষা করে রাহেনা বেগমের বাপের বাড়ির লোকেরা। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় রাহেনা বেগম কৈলাশহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি পনের দাবিতেও একাধিকবার আনোয়ার উদ্দিন তার স্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬৩০২টি ব্রু শরণার্থী পরিবারকে রাজ্যের ১১টি স্থানে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরায় ৬৩০২ টি ব্রু পরিবারকে শরণার্থী রাজ্যের ১১টি স্থানে চিহ্নিত করে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। আজ সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল। তাছাড়া ৩,৯৬১ টি ব্রু শরণার্থী পরিবারকে এককালীন স্থায়ী আমানত হিসাবে ৪ লক্ষ টাকা প্রধান করে হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, চতুপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে ৬৩০২টি ব্রু পরিবারকে ত্রিপুরায় ১১টি স্থানে চিহ্নিত করে পুর্নবাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়া, এখন পর্যন্ত ব্রু শরণার্থী পরিবারগুলির জন্য ৪,৬৫৮ টি ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। বাকি পরিবারগুলোর জন্য ঘর নির্মাণের কাজ চলছে। এরজন্য প্রতিটি পরিবারকে হাউজ বিল্ডিং আসিস্টেন্সে তিনটি সমান কিস্তি দেওয়া হয়েছে। তিনটি কিস্তিতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে।

সচিব পুনীত আগরওয়াল আরও জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় ৩,৯৬১ টি ব্রু শরণার্থী পরিবারকে এককালীন স্থায়ী আমানত হিসাবে ৪ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে ব্রু শরণার্থী পরিবারগুলোর মধ্যে ৫, ২৮৬টি পরিবারকে আরওআর প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫৭৫৯ টি পরিবারকে রেশন কার্ড, ২৩ হাজার ১৭ জনকে আধার কার্ড, এস টি সার্টিফিকেট ১৪ হাজার ১৯ জনকে, পি আর টি সি ১৩ হাজার ৭০ জনকে, রেগার জব কার্ড ৪,৬০২টি পরিবারে এবং ভোটার পরিচয়পত্র ১৪ হাজার ৩১৪ জনকে প্রদান করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

রোমান হরফ নিয়ে সরকারের গঠিত কমিটি বাতিলের দাবী জানালেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফ নিয়ে রাজ্য সরকারের গঠিত কমিটি বাতিলের দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। বিধানসভা অধিবেশনে ঠিক আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি অভিযোগ করেন ককবরক ভাষায় রোমান্স স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা নেই। আগামী দিনে বিধানসভায় এই নিয়েও সরব হবেন বলে জানান বিরোধী দলনেতা। রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন এই সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। গত ২৭ জুন এক নোটিফিকেশনে থেকে জানা গেছে ককবরক ভাষায় রোমান্স ক্রিপ্ট নিয়ে যে স্ক্রিপ্ট ডেভলপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে তার মধ্যে যাদের রাখা হয়েছে তারা এই বিষয়ে কেউ দক্ষ নন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন এই কমিটির কনভেনার হলেন প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর অতুল দেববর্মা। তিনি এ বিষয়ে কতটা দক্ষ তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন অনিমেষ। এছাড়া কমিটির অন্য দুজন হলেন প্রিয় লাল ত্রিপুরা, ধীরেন্দ্র কলই। অনিমেষ আরো বলেন গত বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বাংলা অথবা রোমান যেকোনো ভাষায় লেখা যাবে। তাহলে এই নতুন কমিটি করার কি প্রয়োজন? আর কমিটির যখন করা হয়েছে তাতে রাখা উচিত ছিল স্টিক হোলডারদের। স্টিক হোল্ডার বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যারা ককবরক ভাষায় লেখাপড়া করছেন বা গবেষণা করেন তাদের এই কমিটিতে রাখা।

তিনি বলেন কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দলের হয়ে এই বিষয়ে একটি মেমোরেন্ডামও দিয়েছিলে। তিনি বলেছিলেন এর জন্য একটি কমিটি গঠন করবেন। এর আগেও তিনটি ভাষা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। একটি হল শ্যামাচরন ত্রিপুরা ভাষা কমিটি, কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ভাষা কমিটি, অপরটি হল পবিত্র সরকার ভাষা কমিটি। তিনি বলেন এই ভাষা কমিটি বলেছে ককবরকে রোমান হরফে হলে ভালোভাবে লেখা যাবে। যারা ককবরক নিয়ে গবেষণা করেন বা লেখাপড়া করছেন তাদের কাছেও ককবরক ভাষায় লেখার জন্য রোমান হরফেই উপযুক্ত। এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেত। তিনি আরো বলেন ককবরক ভাষার জন্য আলাদা ডাইরেক্টরিট রয়েছে। গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে।এছাড়াও নানা সামাজিক সংস্থা রয়েছে। যারা ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন। সরকার ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৬২ ◻ ২১ জুলাই ২০২৩ ইং◻ ৭ আষাঢ় ◻ শুক্রবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সাঁড়াশি আক্রমণে ফুঁসিয়া উঠিল চিন !

বিগত কয়েক বছরে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বদলাইয়া গিয়াছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণও। রাশিয়ার উপর আমেরিকা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করায় বিশ্ব বাণিজ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হইয়াছে।রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে ডলার ব্যবহার করিতে না পারায় চিনের বেশ কিছুটা সুবিধা হইয়াছে। ডলারের বিকল্প হিসাবে অনেক দেশই ব্যবহার করিতেছে চিনা মুদ্রা ইউয়ান। তবে বিভিন্ন দেশের উপর যখন তখন আমেরিকার এই নিষেধাজ্ঞা মোটেই ভাল চোখে দেখিতেছে না চিন। এতে তাহাদের বিভিন্ন সংস্থার কার্যকলাপও বেশ সমস্যায় পড়িয়াছে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজিতে আগ্রহী বেজিং।এই সমস্যার সমাধানে আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দুনিয়ার বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পরিকল্পনা করিয়াছে চিন। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের চিনে বিদেশনীতি সংক্রান্ত নতুন একটি আইন পাশ করিয়েছেন। নতুন এই আইন চিনের পুরনো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আইনের সঙ্গে নতুন কয়েকটি নিয়মকে যুক্ত করা হইয়াছে। এর মাধ্যমেই আমেরিকা এবং অন্যান্য 'শত্রু' দেশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে তৈরি হইতেছে ড্রাগন। নতুন আইনে অর্থনীতির চেয়ে জাতীয় নিরাপত্তার দিকে বেশি আগ্রহ দেখাইয়াছেন জিনপিং। আইনটির বয়ানে 'জাতীয় নিরাপত্তা' শব্দটি মোট সাত বার ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'অর্থনীতি' আসিয়াছে মাত্র দুইবার। গত ২৮ জুন চিনের ন্যাশনাল পিপ্‌লস কংগ্রেস বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক নতুন আইনটি পাশ করিয়াছে। এখন থেকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে ওই আইন প্রয়োগ করিতে পারে বেজিং।সম্প্রতি আমেরিকা এবং ইউরোপের একাধিক দেশ চিনা সংস্থার বিরুদ্ধে নানা অজুহাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে। এতে বিদেশে চিনের ব্যবসার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়িয়াছে। যে কোনও দেশের উপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা যদি কোনও ভাবে চিনের স্বার্থে আঘাত করে, তবে নতুন আইনের মাধ্যমে সেই অধিকার সুরক্ষিত করিতে পারবে বেজিং।

প্রভেশের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন শিবরাজ, আদিবাসী শ্রমিকের "পা ধুইয়ে" দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ৬ জুলাই (হি.স.): প্রভেশ শুক্লার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বৃহস্পতিবার ভোপালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আদিবাসী শ্রমিক দশমত রাওয়াতের "পা ধুইয়ে" দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মধ্যপ্রদেশের সিধির একটি ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা যায়, অভিযুক্ত প্রভেশ শুক্লাকে রাওয়াতের গায়ে প্রস্রাব করছেন। অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবারই তাকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

আদিবাসী দশমত রাওয়াতকে হাত ধরে ভোপালে মুখ্যমন্ত্রী ভবনে নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এরপর দশমতকে সামনে বসিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দেন শিবরাজ সিং চৌহান। দশমত রাওয়াতকে সামনে বসিয়ে শিবরাজ সিং চৌহান তাঁর কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন। দশমতের সঙ্গে যা হয়েছে, তার জন্য তিনি লজ্জিত বলে জানান শিবরাজ। মানুষ তাঁর কাছে ভগবান স্বরূপ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শিবরাজ বলেছেন, 'আমার কাছে দরিদ্ররা ঈশ্বর এবং মানুষ আমার কাছে ঈশ্বরের মতো। মানুষের সেবা করা ঈশ্বরের উপাসনার সমান। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের মধ্যে বাস করেন। দশমত রাওয়াতের সঙ্গে যে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি ব্যথিত...গরিবদের জন্য সম্মান এবং নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ।' মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এদিন দশমত রাওয়াতের সঙ্গে ভোপালের স্মার্ট সিটি পার্ক পরিদর্শন করেন এবং চারাগাছ রোপণ করেছেন।

উল্লেখ্য, ৫ জুলাই গ্রেফতার করা হয় বিজেপি নেতা প্রভেস শুক্লাকে। আদিবাসী শ্রমিক দশমত রাওয়াতের গায়ে মূত্রত্যাগ করেন প্রভেশ নামে ওই বিজেপি নেতা। যে ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল শুরু হয়ে যায়। ভিডিও ভাইরাল হতেই প্রভেশকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি ওই বিজেপি নেতার বেআইনি দখলও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরই প্রভেশ শুক্লার বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ দায়েরের নির্দেশ দেন শিবরাজ সিং চৌহান।

শীতলকুচিতে তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ির সামনে বোমাবাজি, অভিযুক্ত কংগ্রেস

কোচবিহার, ৬ জুলাই (হি.স.): কোচবিহারের শীতলকুচিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ির সামনে চলল বোমাবাজি। এই ঘটনায় অভিযোগের তির কংগ্রেসের দিকে। শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ফজিলা বিবি। অভিযোগ, বুধবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনে পরপর ৫টি বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ৪টি বোমা ফাটলেও, পরে এলাকা থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে শীতলকুচি থানার পুলিশ। বোমাবাজির অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস।

শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ফজিলা বিবি। তিনি অভিযোগ করেছেন, বুধবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনে পরপর ৫টি বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ফেটে যায় ৪টি বোমা। সারারাত আতঙ্কে ঘুমাতে পারেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্র, বাদল অধিবেশন ফলপ্রসূ করাই লক্ষ্য সরকারের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। চলবে আগস্ট মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত। বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আগামী ১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসদের বাদল অধিবেশনের আগে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে।এবারের বাদল অধিবেশনে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনায় অবদান রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্র। ২০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া বাদল অধিবেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এই অধিবেশনে বিভিন্ন বিল পাশ ও উত্থাপন করতে পারে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই, দিল্লির রোহিণীতে পাকড়াও বহু খুনে অভিযুক্ত 'কন্ট্রাক্ট কিলার'

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতীর গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিল্লির রোহিণী এলাকা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কুখ্যাত দুষ্কৃতী কামিলকে ধরতে বৃহস্পতিবার ভোররাতে রোহিণী এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। তাদের দেখেই কামিল পালানোর চেষ্টা করে। এরপর শুরু হয় গুলির লড়াইও, শেষমেশ 'কনট্র্যাক্ট কিলার'-কে গ্রেফতার করে পুলিশ।দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল রোহিণী সেক্টর ২৯-৩০-এর আশেপাশে একটি এনকাউন্টারের পরে কামিল নামে ওই কন্ট্রাক্ট কিলারকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের মতে কামিলের বিরুদ্ধে ১২টিরও বেশি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সাম্প্রতিক মামলাটি রয়েছে যেখানে দিল্লির জামা মসজিদ এলাকায় গুলিবর্ষণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে দেশের আয় বাড়লেই নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না

বিশেষ প্রতিবেদন।। সমীক্ষাটা হয়েছে ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ নিয়ে। ইংরাজিতে বলে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা এনসিডি। আর এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেই নয়, বিশ্ব জুড়ে নীতি নির্ধারক ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে আজ এই এনসিডি মহামারি হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর থেকে মৃত্যুর সংখ্যাতেও ভারত অন্যান্য দেশের থেকে রয়েছে এগিয়ে।

সমস্যা হল জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ভারত বিশ্বের প্রথম পাঁচটির মধ্যে জায়গা করে নিলেও, মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে ভারত এখনও নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলির একটি। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাগুলি বলছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া এই মহামারির পিছনে রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে বাড়তে থাকা উৎকণ্ঠা। এক কথায় এনসিডি মহামারিকে বাড়তে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূচক হিসাবেও ধরতে চাইছেন অনেকেই।

যে সমীক্ষা নিয়ে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন, সেটি করেছিল ভারতের অন্যতম চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত শীর্ষ কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর। কোভিড-উত্তর সময়ে এই সংস্থাটির নাম আর আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এ নিয়ে আগেই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিল। এবং হাতে হাত রেখে এর মোকাবিলার জন্য টেকসই উন্নয়ন বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসাবে এই লড়াইকেও অংশীদার করে নেওয়া হয়েছে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সমস্যার প্রতিবিধান করা যায়।

আর একটু এগোনোর আগে দেখে নেওয়া যাক কেন এত দুশ্চিন্তা। সমীক্ষা বলছে, এনসিডি গোটা বিশ্বে প্রতি বছর চার কোটি ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। বিশ্ব জুড়ে প্রতি ১০টি মৃত্যুর মধ্যে সাতটি মৃত্যুর কারণ এনসিডি। আরও ভয়ানক হল এই চার কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে এক কোটি ৫০ লক্ষের হয় অকালমৃত্যু। আর এই সংখ্যায় আমাদের অবদান? এই রোগের কারণে অকালমৃত্যুর ৮৫ শতাংশই হয় ভারতের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলিতে! ভারতের ক্ষেত্রে অঙ্কটা দাঁড়ায় এই রকম। প্রতি বছর আমাদের দেশে ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে রোগগুলি তার সবকটিই এনসিডি। এই সংখ্যাটি কত মারাত্মক তা বুঝতে শুধু গড় মৃত্যুর সংখ্যায় চোখ রাখাই যথেষ্ট। ভারতে প্রতি বছর মারা যান ৮০ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ। আর তার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই হলেন এনসিডি-র বলি।

ফেরা যাক আইসিএমআর সমীক্ষায়। এই সমীক্ষা বলছে ভারতে ডায়াবিটিস আক্রান্তের সংখ্যা জনসংখ্যার ১১.৪ শতাংশ, প্রিডায়াবিটিসে ১৫.৩ শতাংশ, রক্তচাপে ৩৫.৫ শতাংশ, কোলেস্টরলে ৮১.২ শতাংশ। মাথায় রাখতে হবে দুশ্চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক চাপও এই রোগের তালিকায় একটা বড় জায়গায় আছে। আর এই দুশ্চিন্তার কারণেই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা থেকে ডায়াবিটিস সবই নাকি হতে পারে।

আর গল্পের শুরু এইখানেই। সরকারি সংস্থার এই সমীক্ষা বলছে ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই সমস্যার কারণে হৃদরোগের শিকার অথবা যকৃত লিভার বা কিডনির সমস্যার শিকার হচ্ছে। এই সংখ্যাটা বাড়ছে। মাথায় রাখতে হবে শহরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে উৎকণ্ঠা গ্রামের মানুষের থেকে অনেক বেশি বলেই ধারণা ছিল সবার, এবং সেই কারণেই এই সমস্যাকে শহুরে জীবনের উৎপাত বলে মনে করা হত। কিন্তু এই সমীক্ষা বলছে জীবন নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছে গ্রামাঞ্চলেও। এবং এই সমীক্ষা বলছে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এই মুহূর্তে ঢেলে নতুন করে না সাজালে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হবে সাংঘাতিক। ভারতের বড় অংশ একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার। তাই এখন শুরু হয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগের অনুসন্ধান।

অনেকেই বলবেন, আসলে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রমাণ করে ভারতের বৈভব বাড়ছে আর তার ফল ভোগ করছেন সাধারণ মানুষেরা আর তাই এই এনসিডি-র উৎপাতও বাড়ছে। কারণ, বৈভব বাড়লে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমে যায় বলেই এটা হয়।

এত দিন এ নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। সম্প্রতি শুরু হওয়া কয়েকটি সমীক্ষার প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু আর্থ-সামাজিক বিভেদই। অর্থাত সাধারণ অনুমান আর বাস্তবের মধ্যে একটা ফারাক এই সমীক্ষাগুলোতে উঠে আসছে। লানসেটে প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাপত্র, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক-সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক নির্দেশ কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশগুলি বিশেষ করে ভারতেও বাড়তে থাকা বৈষম্যের দিকে। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন জীবনযাত্রার সমস্যায় এই সব রোগ বেশি হত তখন তা ছিল বিত্তের উৎপাত। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে দেখা যাচ্ছে বিত্তের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতার সংযোগ বাড়ছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে খরচ, তা করতে বিত্তবানেরা সক্ষম। এবং নতুন যুগে তাঁরা তা করছেনও।

উল্টো দিকে সমস্যাটা খুব জটিল। এক দিকে হল পুষ্টিকর খাদ্যের উপর অধিকারের অভাব। আর্থিক কারণে বৈষম্যের বৃহত্তর মেরুতে যাঁদের অবস্থান, তাঁদের পক্ষে যে ধরনের খাবার খেলে এই রোগের হাত থেকে বাঁচা যায় তা তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাশাপাশি, অপুষ্টিকর কিন্তু রসনা তৃপ্ত করে এমন খাবারের প্রতি বাড়তে থাকা টান। কিন্তু এটা একটা ত্রিভুজের মতো। যাঁরা আর্থিক ভাবে বলবান এবং ত্রিভুজের শীর্ষে তাঁদের জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যরক্ষা একটা বড় অংশ। মধ্যে যাঁরা, তাঁরা একদম তলায় যাঁরা আছেন তাঁদের থেকে তুলনায় ভাল কিন্তু এত ভাল নয় যে জীবনযাত্রার নানান সমস্যা থেকে মুক্ত। এঁদের মধ্যে আর্থিক উন্নতি করার উচ্চাশা এবং তা পূরণ করার অক্ষমতা মানসিক অবসাদ তৈরি করছে। আর তার থেকে তৈরি হচ্ছে নানান ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ। আর এই আবর্ত প্রস্থে বেড়ে গ্রামীণ সমাজকেও গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই রোগের আরও বড় সমস্যা হল তার চিকিৎসার খরচ। মাথায় রাখতে হবে যে কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন ভারতের ৮১ শতাংশ মানুষ। তার দোসর হল উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করা। এদের সামলাতে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন। ভারতে চিকিতার খরচ বাড়ছে বছরে ১৪ শতাংশ হারে। অর্থাৎ বৈষম্যের বিস্তৃত মেরুতে যাঁদের বাস তাঁদের কিন্তু ওষুধ বাবদ খরচের বহর বাড়ছে আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি হারে। আর এর থেকেও বাড়ছে আর্থিক বৈষম্য।

একটা যুক্তি এখন মাথাচাড়া দিচ্ছে। আর তা হল আগে দেশ বড়লোক হোক তার পর না হয় কল্যাণকামী হওয়া যাবে! কিন্তু সমীক্ষা বলছে স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রতি এক টাকা খরচে দেশের লাভ সাত টাকা! অথচ ব্রাজিল যখন তার জাতীয় উতাদনের ৮.৪ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে, ভারতে সেই অনুপাত মাত্র ৪.২ শতাংশ!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু খুব পরিষ্কার করে বলছে যে এই মুহূর্তে দারিদ্র্যই এনসিডি মহামারির মূল কারণ। এবং তা তৈরি করছে একটা দারিদ্র্য বাড়ানোর দুষ্ট চক্র। আইসিএমআর-ও তার সমীক্ষায় বলেছে এর আশু সমাধানের পথ খুঁজে বার না করতে পারলে দেশের ভয়ানক বিপদ। আর্থ- সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে আর তা নানান ভাবে গ্রাস করছে আমাদের সমাজকে। যার মধ্যে এনসিডি একটি। একে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের প্রমাণ হিসাবে নেব, না বৈষম্য দূর করে তার সমাধান করব সেটা কিন্তু উন্নয়নের নীতির প্রশ্ন। এর উত্তর নিয়ে যত দিন বিরোধ থাকবে তত দিন এই বৈষম্য চলবেই। বর্ধিত হারেই। আর এর বলি হবে সাধারণ মানুষই।

কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে

আবুল বাসার

ইদানীং প্রায়ই শোনা যায় প্রশ্নটাকোনো কারণে হঠাৎ কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে কী ঘটবে? প্রশ্নের ধরনটা এমন যেন কুয়া, গর্ত বা খানাখন্দের মতো কৃষ্ণগহ্বরও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এখানে-ওখানে ওত পেতে আছে! সে কারণেই হয়তো সবাই মহাজাগতিক এই বস্তু নিয়ে এত চিন্তিত!

প্রকৃত ঘটনা আসলে তা নয়। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের অতি রহস্যময় এক বস্তু। উদ্ভটও বলা যায়। তাই তাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর থেকেই সেটা পরিণত হয়েছে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। আমজনতা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, সবার কাছে তা সমান আকর্ষণীয়। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংও তাঁর জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন কৃষ্ণগহ্বর গবেষণায়। সে জন্য এটিকে নিয়ে এমন উদ্ভট ও অবাস্তব প্রশ্ন ওঠে।

অবশ্য এগুলো সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই জানা বাকি। রহস্যের পর্দা খুলতে কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে তাই প্রতিনিয়ত চলছে গবেষণা। মহাকাশের এই কালো গর্তের মধ্যে কোনো আলো বা বস্তু পড়লে কী ঘটে, সেসব জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। সেগুলো থেকেও অনেকে বোঝার চেষ্টা করছেন, কৃষ্ণগহ্বরে মানুষ বা নভোচারী পড়ে গেলে কী কী ঘটতে পারে? মানুষটা কি মারা যাবে? সাধারণ গর্তের চেয়ে এই পতনের অনুভূতি কি আলাদা? সেখানে গিয়ে কি মহাবিশ্বের গভীর-গোপন কোনো রহস্য জানা যাবে? খুলে যাবে কি স্থান ও কালের রহস্যজট? মাথাটাও কি ঠিকঠাক কাজ করবে?

এসব প্রশ্নের পরীক্ষামূলক কোনো জবাব আমাদের হাতে নেই। জবাব পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়, দেখেশুনে ভালো একটি কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। ব্যস, তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, সেটিও বেশ কঠিন। কারণ, আমাদের সবচেয়ে কাছের কৃষ্ণগহ্বরটাও পৃথিবী থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। সেখানে শিগগির পৌঁছানোর মতো নভোযান এই মুহূর্তে আমাদের নেই। অতএব তাত্ত্বিকভাবে শুধু বিষয়টি জানার চেষ্টা করা যায়। চলুন, সেটিই করা যাক।

কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে প্রথমে চোখে পড়বে, বস্তুটা আসলেই কৃষ্ণ বা কালো। মহাকাশের একটি কালো গর্ত। কারণ, সেখান থেকে কোনো আলোর কণা বা ফোটন বেরিয়ে আসে না। আবার সেখানে কোনো আলো পড়লে তা---ও আটকে গিয়ে ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে। কোনো বস্তু থেকে আলো না এলে সেটি আমাদের চোখে কালো হিসেবে ধরা পড়ে। তাই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের চোখে কালো। অবশ্য হকিং রেডিয়েশনের কথা সত হলে, কৃষ্ণগহ্বর থেকেও কিছু আলো বিকিরিত হওয়ার কথা। সেই বিকিরণও আমাদের সাদা চোখে অদৃশ্য। কারণ, সেটি দৃশ্যমান আলো নয়। তাই কৃষ্ণগহ্বর আমাদের কাছে যে কুচকুচে কালো, তাতে সন্দেহ নেই।

আবার আক্ষরিক অর্থেই একে মহাজাগতিক কুয়া বা গর্ত বলা যায়। এটা স্থানের একটি গোলক। কারণ, সেখানে যেকোনো কিছু পড়ে গেলে আজীবন সেখানেই থেকে যায়। কারণ, কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ অতি শক্তিশালী। এর ভেতরে পদার্থ বা বস্তু খুবই ঘনভাবে ঠাসাঠাসি বা সংকুচিত হয়ে থাকার কারণেই এগুলোর মহাকর্ষ অতি শক্তিশালী।

সাধারণত বেশি ভরের বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে থাকে। যেমন পৃথিবী। পৃথিবীর সমান ভরের কোনো কৃষ্ণগহ্বরের প্রশস্ততা হবে মাত্র এক ইঞ্চি। মানে ছোট্ট একটি মার্বেলের সমান। কেউ যদি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান দূরত্বে থাকে এবং যদি একটি মার্বেল আকৃতির কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্র থেকে একই দূরত্বে থাকে, তাহলে দুই ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ মহাকর্ষ অনুভব করবে। কিন্তু এগুলোর যত কাছে যেতে থাকবে, ঘটনা ঘটতে থাকবে দুই রকম। যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে গেলে কোনো মহাকর্ষই অনুভব করবে না। কারণ, গোটা পৃথিবীই তখন তার চারপাশে থাকবে। তাই সব দিক থেকেই পৃথিবী তাকে সমপরিমাণে টানবে। কিন্তু মার্বেল সাইজের কৃষ্ণগহ্বরটার কাছে গেলে ঘটনা ঘটবে উল্টো। সেখানে বিপুল মহাকর্ষ অনুভূত হবে। গোটা পৃথিবীর ভর টানতে থাকবে। এটিই আসলে কৃষ্ণগহ্বরের চরিত্র। এর অতি সংকুচিত ভর তার চারপাশের সবকিছু অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ বলে টানে।

খুবই ঘনবদ্ধ ভর তার চারপাশে অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ তৈরির পাশাপাশি এর চারপাশের স্থানও চরমভাবে বিকৃত হয়ে যায়। তাই সেখান থেকে কোনো আলোও বেরোতে পারে না। চলে যায় না ফেরার এক দেশে। কৃষ্ণগহ্বরের যে বিন্দুতে আলো না ফেরার দেশে চলে যায়, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। বাংলায় 'ঘটনা দিগন্ত'। এই এলাকায় মহাকর্ষ প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাই সেখানকার স্থানকাল এমনভাবে বেঁকে যায়, আলো আর বেরিয়ে আসতে পারে না। মনে হবে, আলোকে পেছন দিকে টেনে নামিয়ে নিতে চাইছে ব্ল্যাকহোল। আমরা জানি, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। তাই সেখানে সবকিছুকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। কোনো কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা কোথা থেকে শুরু হবে, তা ঠিক করে দেয় ওই ঘটনা দিগন্ত। এটিই কালো গোলকটার সেই ব্যাসার্ধ, যাকে আমরা বলি কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল।

কৃষ্ণগহ্বরের আকৃতিও বিভিন্ন হতে পারে। সেটি নির্ভর করে কতটা ভর তার ভেতর ঘনবদ্ধ বা সংকুচিত আছে। পৃথিবীকে যদি পিষে ফেলে যথেষ্ট সংকুচিত করা সম্ভব হতো, তাহলে আমরা এমন একটি কৃষ্ণগহ্বর পেতাম, যার আকৃতি হতো মার্বেল আকারের। মার্বেলটির প্রায় এক সেন্টিমিটার দূরত্বে কোনো আলো পড়লে সেই আলো আর ফিরে যেতে পারত না। ভর আরও বাড়িয়ে এই দূরত্ব আরও বাড়ানো সম্ভব। যেমন সূর্যকে যথেষ্ট সংকুচিত করলে এমন কৃষ্ণগহ্বর পাওয়া যেত, যেটি মাত্র ছয় কিলোমিটার প্রশস্ত। তখন সেটি স্থানকে আরও বাঁকিয়ে ফেলতে পারত এবং তার ঘটনা দিগন্ত হতো মাত্র তিন কিলোমিটার। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরটার কেন্দ্র থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে কোনো আলো পড়লে সেটি চলে যেত না ফেরার দেশে। বোঝা যাচ্ছে, ভর যত বেশি, কৃষ্ণগহ্বরের আকারও তত বড়।

আসলে কৃষ্ণগহ্বর কত বড় হবে, তার কোনো তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা নেই। এখন পর্যন্ত মহাকাশে সবচেয়ে ছোট যে কৃষ্ণগহ্বর শনাক্ত করা গেছে, তার প্রশস্ততা প্রায় ২০ কিলোমিটার। আর সবচেয়ে বড়টার প্রশস্ততা ১০ বিলিয়ন কিলোমিটার। সত্যিকারের দানব!

কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগিয়ে গেলে দ্বিতীয় যে ব্যাপার চোখে পড়বে, সেটি হলো অধিকাংশ সময় সেখানে শুধু কৃষ্ণগহ্বর নয়, আরও কিছু থাকে। এর চারপাশে প্রায় সব সময় বিভিন্ন বস্তু ঘুরপাক খাচ্ছে। সেগুলো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর পড়েও যাচ্ছে চিরতরে। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে একগাদা বস্তু পাক খায়। এসব বস্তু মিলে যে কাঠামো গড়ে তোলে, তা অ্যাক্রেশন ডিস্ক বা চাকতি। এটা গ্যাস, ধুলা ও অন্যান্য পদার্থ দিয়ে গঠিত। এসব পদার্থ হয়তো কোনো কারণে সরাসরি ভেতরে পড়ে যেতে পারেনি, বরং সেগুলো একটি কক্ষপথ মেনে অনবরত পাক খাচ্ছে। এগুলো আসলে ভেতরে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। ছোট কৃষ্ণগহ্বরের এই চাকতি হয়তো আহামরি কিছু নয়, কিন্তু অতিভারী বা দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে চোখ ফেরানো যাবে না। ভয়ংকর সুন্দর সেটা! এসব গ্যাস, ধুলা আর পদার্থ অতি দ্রুতবেগে ঘুরছে। তাতে বস্তু ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য। ফলে বিপুল শক্তি নিঃসৃত হচ্ছে। এভাবে তৈরি হতে পারে মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আলোক উৎস, যেগুলো কোয়াসি স্টার বা কোয়েসার নামে পরিচিত। এগুলো মাঝেমধ্যে কোনো কোনো গ্যালাক্সির সব কটি নক্ষত্রের মিলিত আলোর চেয়ে কয়েক হাজার গুণ উজ্জ্বল হতে পারে। তবে আপনার সৌভাগ্য বলতে হবে, সব কৃষ্ণগহ্বরে কোয়েসার তৈরি হয় না। কারণ, এ রকম নাটকীয় দৃশ্য তৈরি করার জন্য বেশির ভাগ সময় অ্যাক্রেশন ডিস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণ পদার্থপূর্ণ বা উপযুক্ত অবস্থায় থাকে না। আপনার সৌভাগ্য এ জন্য যে সে রকম নাটকীয় কিছু ঘটলে কৃষ্ণগহ্বরের কাছে যাওয়ার আগেই আপনি সম্ভবত মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতেন দুম করে। স্রেফ বাষ্পীভূত হয়ে যাবেন। কাজেই কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তার অ্যাক্রেশন ডিস্কটা তুলনামূলক শান্তশিষ্ট কি না, তা একবার খোঁজ নেওয়া ভালো। অন্যদিকে স্টিফেন হকিংয়ের পরামর্শ হলো, ঝাঁপ দেওয়ার জন্য ছোটগুলোর তুলনায় বড় ধরনের কৃষ্ণগহ্বর বেছে নেওয়া উচিত। কিন্তু কেন?

২

কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দিলে মানুষ মারা যাবে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে অনেকের। আসলে উঁচু কোনো জায়গা থেকে (যেমন কোনো বিল্ডিং বা কোনো প্লেন থেকে) পড়ে গেলেই মৃত্যুর ভাবনা আসা স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে শুধু মহাকর্ষকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। আসলে শুধু ওপর থেকে পতনের কারণে নয়, পতনের পরের আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়। তবে কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। সেখানে পতনই আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর মহাকর্ষ শুধু আপনাকে টানেই না, দেহটাও ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলতে পারে। মনে রাখতে হবে, ভরযুক্ত বস্তুর দূরত্বের ওপর মহাকর্ষ নির্ভরশীল। আপনি যখন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন আপনার পায়ের ওপর মাথার চেয়ে বেশি মহাকর্ষ টান থাকে। পার্থক্যটা খুব সামান্য বলে তা বোঝা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর ব্যাপারটা বোঝা যায় জোরালোভাবে। সেটা বিপদও ডেকে আনতে পারে।

অতি ভারী কোনো কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে পা ও মাথায় মহাকর্ষের পার্থক্য বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একসময় তফাতটা এতই বেশি হবে যে সেটা আপনাকে টেনে স্প্যাগেটি বা সেমাইয়ের মতো লম্বা বানিয়ে ফেলতে পারে। একে বলা হয় স্প্যাগেটিফিকেশন বা সেমাইকরণ। এ প্রক্রিয়ার শেষে আপনাকে ছিঁড়ে ছিন্নবিছিন্ন করে ফেলতে পারে। এই বিন্দুকে ধরা যাক, স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট বা সেমাইকরণ বিন্দু। এখান থেকে আলোও চলে যায় না ফেরার দেশে। তাই সেখান থেকে আপনার পক্ষেও আর ফিরে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কৃষ্ণগহ্বরে পতনের কোন পর্যায়ে বা কোন বিন্দুতে আপনি স্প্যাগেটিফায়েড হবেন, তা নির্ভর করে কৃষ্ণগহ্বরের ভরের ওপর। সূত্রমতে, কৃষ্ণগহ্বরের ভরের ঘনমূলের সমানুপাতে স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়। আর কৃষ্ণগহ্বরের ভরের সঙ্গে সীমানার সম্পর্ক রৈখিক। অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরটা কম ভরের হলে তার ঘটনা দিগন্তের চেয়ে স্প্যাগেটিফিকেশন পয়েন্ট বড় হবে। তখন ওই কৃষ্ণগহ্বরের ওই বিন্দু হবে ঘটনা দিগন্ত বা সীমানার বাইরে। কিন্তু দানবীয় কৃষ্ণগহ্বরের এই বিন্দু বেশ ছোট এবং তা সীমানার ভেতরেই থাকে। যেমন সূর্যের চেয়ে ১০ লাখ গুণ বেশি ভরের কোনো কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্ধ হবে ৩০ লাখ কিলোমিটার। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরটার কেন্দ্র থেকে ২৪ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে না আসা পর্যন্ত সেটা কাউকে সেমাই বানাতে পারবে না। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হাঁটুর চোটে আজই হতে পারে অস্ত্রোপচার, এসএসকেএম-এ মমতা

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.) : এখনও সাড়েনি চোট, অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই বলে আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর এইদিনই তাঁর বা পায়ের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করা হবে। জানা গিয়েছে, হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ডাক্তার রাজেশ প্রামাণিক ও চিকিৎসকদলের অধীনে অপারেশন হওয়ার কথা। তবে তার আগে সিটি স্ক্যান করে দেখা হবে, এই মুহূর্তে তাঁর হাঁটু এবং কোমরের চোটের কী পরিস্থিতি। অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য উডবার্ন ওয়ার্ডে না গিয়ে হাসপাতালে ঢুকেই ডানদিকের এক ইউসিএম বিল্ডিংয়েই সিটি স্ক্যান করিয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী। অস্ত্রোপচারের পর মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে রাখা হবে নাকি ছেড়ে দেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর হাঁটুতে তরল জমেছে। চিকিৎসা পরিভাষায় এই তরলকে বলা হয় সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করতে হবে সেই ফ্লুইড। এসএসকেএম-এর ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান রাজেশ প্রামাণিকের নেতৃত্বে চলছে চিকিৎসা প্রক্রিয়া। ফিজিওথেরাপির পর তাঁর আঘাত কতটা কমল কিংবা এই মুহূর্তে তার কী পরিস্থিতি, অপারেশনের আগে তা দেখে নেওয়া হবে। সেই কারণে এদিন হাসপাতালে পৌঁছেই সিটি স্ক্যান করিয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া তাঁর সি আর মেশিন, ডায়া থার্মি, অর্থোস্কোপি, ইউএসজিও করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে তাঁর হাড়ের স্থিতিস্থাপকতা বোঝা যাবে। এছাড়া ঠিক কোন অংশে জল জমেছে, তাও স্পষ্ট হবে। সেইমতো অপারেশনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট দেখে সন্তোষজনকই মনে করছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর অপারেশনের বিষয়টি নিজে নজরে রাখছেন এসএসকেএমের অধিকর্তা ডাক্তার মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পেন ম্যানেজমেন্ট, রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার রাজেশ প্রামাণিক ও রেডিওলজি বিভাগের প্রধান ডাক্তার অর্চনা সিং রয়েছেন অপারেশনের নেতৃত্বে। এই ধরনের অস্ত্রোপচারে সময় লাগে মাত্র ৫ থেকে ১০ মিনিট। তবে তারপর রোগীকে টানটান হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। এখন সেইমতো মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে রাখা হবে নাকি ছেড়ে দেওয়া হবে, তা ঠিক করবে বিশেষজ্ঞ বোর্ড।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার সেরে হেলিকপ্টারে কলকাতা ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কপ্টার প্রবলভাবে দুলতে থাকায় সেবক এয়ারবেসে জরুরি অবতরণ করানো হয়। তাতেই কোমরে, হাঁটুতে চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো।কলকাতায় নেমে এসএসকেএমে যান প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। তাঁকে ভরতি হওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তিনি বাড়িতেই চিকিৎসা করাতে চেয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন। এরপর বাড়িতেই ফিজিওথেরাপি চলছিল।

নগাঁওয়ের কচুয়ায় দুই মহিলা সহ তিন দেহ ব্যবসায়ী গ্রেফতার

নগাঁও (অসম), ৬ জুলাই (হি.স.) : নগাঁও জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত শিমলুগুড়ি বাজারে একটি ঘর থেকে দুই মহিলা সহ তিন দেহ ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা।

আজ বৃহস্পতিবার নগাঁওয়ে জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ শিমলুগুড়ি বাজারে একটি ঘরে এলাকায় স্থানীয় বহু মানুষ হানা দিয়ে মহিলা সহ ওই তিন নারীদেহ ব্যবসায়ীকে ধরেন। পরে কচুয়া থানায় খবর দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে গেলে তাদের হাতে ওই তিনজনকে তুলে দেওয়া হয়।

ধৃতদের ডুমডুমিয়ার মমতাজ বেগম, রুকিয়া খাতুন এবং নাজিরুল ইসলাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে। সঙ্গে নাজিরুল ইসলামের এএস ০২ ওয়াই ৮৬৮১ নম্বরের একটি পালসার বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, শিমলুগুড়ি বাজারের জনৈক রুকিয়া খাতুন নামের বিবাহিত মহিলা বহু দিন থেকে তার বাসায় নারীদেহের ব্যবসা চালিয়েছেল বলে অভিযোগ ছিল। দূর-দুরান্তের বহু যুবতী-মহিলাকে তার বাসায় আশ্রয় দেওয়ার নামে চালিয়েছিলেন এ ধরনের দুষ্কর্ম। তার এ কাজে সহযোগিতা করছিলেন তার স্বামী নাজিরুল।

ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমনের হাতে ধৃত কামরূপের এক সরকারি কর্মচারী

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.) : কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার ছমরিয়া রাজস্ব সার্কল অফিসের এক কর্মচারী ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে ভিজিল্যান্স ও অ্যান্টি করাপশন অধিকরণের আধিকারিকদের হাতে পাকড়াও হয়েছেন। ধৃত কর্মচারী সংশ্লিষ্ট রাজস্ব সার্কলের লাটমণ্ডল জীবেশকুমার দেবশর্মা। কামরূপের ছমরিয়া রাজস্ব সার্কল অফিসে আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে লাটমণ্ডল জীবেশকুমার দেবশর্মাকে ঘুষের অগ্রিম নগদ টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে পাকড়াও করেছেন ভিজিল্যান্স ও অ্যান্টি করাপশন অধিকরণের আধিকারিকরা। জনৈক ব্যক্তি তার জমির নামজারির জন্য বহুদিন আগে এক আবেদন করেছিলেন। কিন্তু নামজারি করতে গরিমসি করে বিলম্ব করছিলেন লাটমণ্ডল জীবেশকুমার। শীঘ্র নামজারি করতে তিনি আবেদনকারীর কাছে নগদে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একই অভিযোগে গত ২৬ জন মরিগাঁও জেলা সদরে রাজস্ব সার্কল অফিসের লাটমণ্ডল নবজ্যোতি নাথ ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে ভিজিল্যান্স ও অ্যান্টি করাপশন অধিকরণের আধিকারিকদের হাতে পাকড়াও হয়েছিলেন।

ওই দিনই কোকরাঝাড় জেলার কাজিগাঁও দেবিতলা ডেভেলপমেন্ট ব্লক অফিসের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সাবিবর রহমানকেও ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে গ্রেফতার হতে হয়েছে।

চাকরি ফেরত পেতে আবারও হাইকোর্টে গেলেন ববিতা সরকার

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : চাকরি হারানোর পর ফের চাকরি পাওয়ার আশায় হাইকোর্টে ববিতা সরকার। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিস্তারিত মেধাতালিকা প্রকাশ চেয়ে মামলা করেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

ববিতার হয়ে এই মামলা লড়ছেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। তাঁর বক্তব্য, ২০১৬ সালের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৫ হাজার ৫০০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ৯০৭টি বিকৃত উত্তরপত্র (ওএমআর শিট) উদ্ধার করে সিবিআই। তার মধ্যে ১৩৮ জন ছিলেন ওয়েটিং লিস্টে। ববিতা সরকারের আবেদন, একাদশ-দ্বাদশের বিস্তারিত তথ্য-সহ প্যানেল প্রকাশ পেলে কারা, কীভাবে, কোথায় চাকরি পেয়েছেন তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি প্রথম ২০ জনের মধ্যে কারও নিয়োগে কোনও গোলমাল থাকে, কেউ যদি দুর্নীতির কারণে চাকরি পেয়ে থাকেন, তবে তাঁর পদ বাতিলের সম্ভাবনা থাকবে। সেক্ষেত্রে আবারও ববিতা চাকরি পেতে পারেন বলে আশাবাদী। তাই প্যানেল প্রকাশ করা হোক বলে আর্জি তাঁর। প্রসঙ্গত, ববিতা সরকারের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে চাকরি খুইয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চাকরি পরেশ-কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর কাছ থেকে চাকরি পেয়েছিলেন ববিতা সরকার। যদিও সে চাকরির তিনি দাবিদার নন বলে গত মে মাসে রায় দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ই। অনামিকা রায় নামে এক যোগ্য চাকরি প্রার্থীর চাকরি ববিতা সরকার পেয়েছেন বলে মামলা হয়েছিল। হাইকোর্টের রায়ে চাকরি হারায় ববিতা। এবার সেই ববিতাই চাকরি ফিরে পেতে এসেছেন কলকাতা হাইকোর্টে। বিস্তারিত মেধা তালিকা প্রকাশের দাবি তাঁর।

বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে রুজিরা

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.) : বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিনা কারণে বিদেশ যেতে বাধা দিচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন রুজিরার আইনজীবী কপিল সিব্বল। ১২ জুলাই আবেদনের শুনানি রয়েছে।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে কপিল সিব্বল আর্জি জানিয়ে বলেন, 'আগামী সোমবার এই বিষয় নিয়ে শুনানি করা হোক। তবে সোমবার পূর্ব নির্ধারিত মামলার শুনানি যেন তালিকা থেকে সরানো না হয়।' সেই আবেদনে বিচারপতি সঞ্জয় কিষেন কউলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সাড়া দিয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

উল্লেখ্য, গত মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশে যেতে বাধা দেয় অভিবাসন দফতর। কলকাতা বিমানবন্দরে আটকানোর পরই সেখানেই অভিষেক পত্নীকে নোটিশ ধরান আধিকারিকরা। দুবাই হয়ে থাইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন তিনি। দুই সন্তানকে নিয়ে বিমানে ওঠার আগে অভিবাসন দফতরের আধিকারিকরা তাঁকে বাধা দেন।

ত্রস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার পর্ব সমাপ্ত, ৮ জুলাই ভোটগ্রহণ

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার পর্ব বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় শেষ হয়েছে। আগামী ৮ জুলাই (শনিবার) ভোটগ্রহণ। রাজ্যের ৬১ হাজার ৬৩৬ টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭ টা থেকে, চলবে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। রাজ্যের ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ২১ হাজার ২৩৪ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৪ হাজার ৮৩৪।

গুয়াহাটিতে শুরু উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ পূর্ব ভারতের ১২টি রাজ্যের বিজেপি পদাধিকারীদের বৈঠক

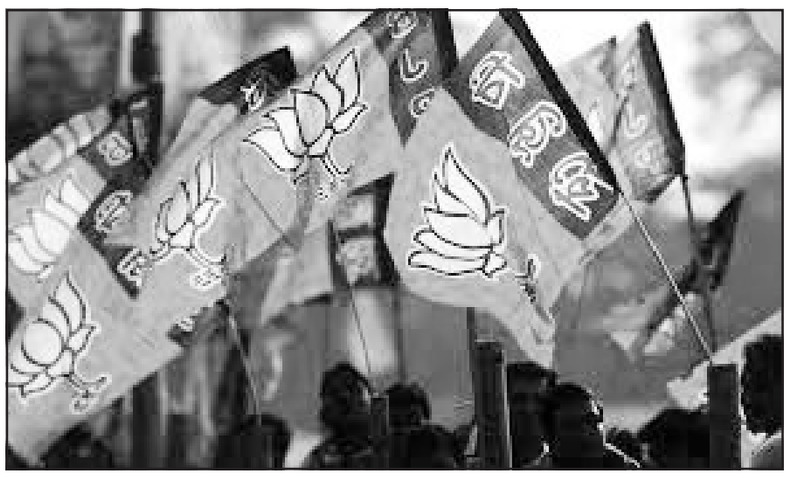

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (হি.স.) : ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গুয়াহাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ সদর দফতর, অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট সহ পূর্ব ভারতের ১২টি রাজ্য-প্রভারী এবং উচ্চপদস্থ ও পদস্থ পদাধিকারীদের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক শুরু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভারত মাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়দের চিত্রপটের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ এবং সমবেত 'বন্দে মাতরম' দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়েছে। বৈঠক চলছে বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের পৌরোহিত্যে। দুপুরের পর বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ধারণা করা হচ্ছে, ২৪-এর সংসদীয় নির্বাচন নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে নির্বাচনী রণকৌশল তৈরি করা হবে আজকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে।

চলমান বৈঠকে ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন ১২ রাজ্যের পদাধিকারীরা। রয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া।

অসমের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া জানান, আজকের সাংগঠনিক বৈঠকে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম সহ ১২টি রাজ্যের উচ্চ পদস্থ পদাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তবে আগামী ৮ তারিখ পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠেয় পঞ্চায়েত ভোট। আজ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের সরব প্রচারের অন্তিম দিন। তাই ওই রাজ্যের শীর্ষ নেতারা আসতে পারেননি। তবে অন্য পদাধিকারী এসেছেন।

ভোটের দিন সবেতন ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের দিন সবেতন ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। আগামী ৮ জুলাই রাজ্যের ২২টি জেলায় যেখানে পঞ্চায়েত ভোট হবে, সেই সকল এলাকায় রাজ্য সরকারের সব অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ছুটি থাকবে। একইসঙ্গে দোকান, কারখানা-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ছুটি থাকবে।আগেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল রাজ্যের শ্রম দফতর। পরে ওই বিজ্ঞপ্তির কথা উদ্ধৃত করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে ২২টি জেলার জেলাশাসকের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

নবান্নের তরফে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নিয়ম মেনেই যে গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ এলাকায় ভোট, সেখানে নির্বাচনের দিন সমস্ত সরকারি দফতর, সরকার পোষিত, বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সকল কর্মী যাতে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তাই ছুটি থাকে।একইসঙ্গে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি অফিসে পোলিং স্টেশন, সেক্টর অফিস, ডিস্ট্রিবিউশন-কাম-রিসেপশন সেন্টার খোলা হবে, তা ছুটি থাকবে। প্রসঙ্গত, আগামী শনিবার ২০ জেলায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট। একইসঙ্গে ২ জেলায় দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট হবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। পাহাড়ের দুই জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে হবে নির্বাচন।

ভোটকর্মীদের জন্য ৮ জুলাই গভীর রাতে তিনটি স্পেশাল ট্রেন, নিশ্চিত হবে বাড়ি ফেরা

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): আগামী শনিবার রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট। ভোটকর্মীদের বাড়ি ফেরা নিশ্চিত করতে ভোটের দিন গভীর রাতে স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। মূলত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় তিনটি স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা পাবেন ভোটের কাজ সেরে ফেরা কর্মীরা।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের তরফে ভোটের দিন বেশি রাতে ট্রেন চালানোর আবেদন করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই এই বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন তিনটি যথাক্রমে ডায়ন্ডহারবার, ক্যানিং ও নামখানা থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত চলবে।

ডায়মন্ড হারবার থেকে ট্রেনটি রাত ১টায় ছাড়বে। ট্রেনটি শিয়ালদহে ঢুকবে ভোররাত ২টো ২৭ মিনিটে।

ক্যানিং থেকে স্পেশাল ট্রেনটি রাত ১টায় ছেড়ে শিয়ালদহে পৌঁছাবে ভোররাত ২টো ৫ মিনিটে।

শেষ ট্রেনটি নামখানা থেকে ১১টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। সেটি শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত ২টো ২০ মিনিটে।

প্রচারের শেষ দিনে ৯৬জন কর্মীকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনেও তৃণমূল সাসপেন্ড করেছে দলের ৯৬জন কর্মীকে।

জানা গিয়েছে, এদিন যে ৯৬জন দলীয় কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ২২জন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে। ২১জন আছেন ঝাড়গ্রাম থেকে। ১৭জন আছেন হুগলি থেকে। নদিয়া থেকে আছেন ৫জন ও মুর্শিদাবাদ থেকে আছেন ৪জন। বাদবাকিরা বীরভূমের। অর্থাৎ ৫জন।

এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের ৫০০'র বেশি কর্মীকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হল চলতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে। এই সব কর্মীরা কেউ আগে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কেউ বা দলের পদেও ছিলেন। কেউ কেউ তো আবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা উপপ্রধান কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যও ছিলেন। এঁদের কাজকর্মে দল খুশি ছিল না বলেই এবার আর তাঁদের টিকিট দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও এঁরা নির্দল হিসাবে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করছেন। দলের তরফে অবশ্য পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে এঁরা ভোটে জিতলেও এঁদের আর দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। দলের সঙ্গে এঁদের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ড্রাগন মানবের খুলি বদলে দিতে পারে বিবর্তনের ইতিহাস

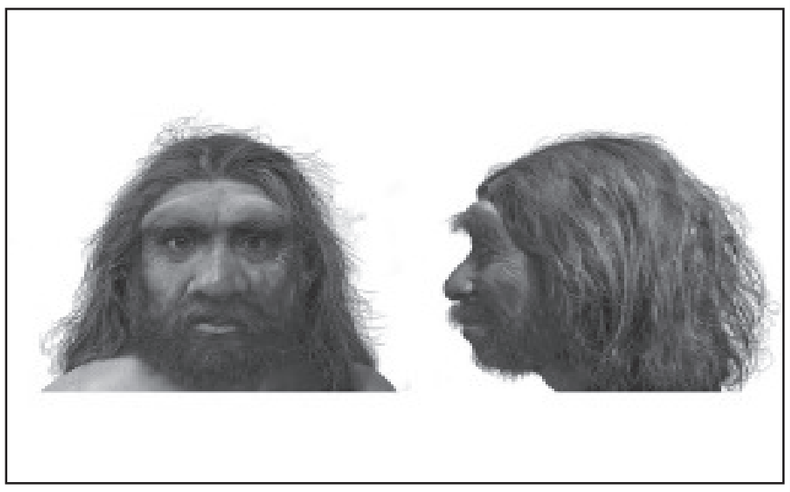

চীনের উত্তর-পূর্বে হারবিনে জীবাশ্ম হিসেবে সংরক্ষিত অবস্থায় যে খুলিটি পাওয়া গেছে তা কমপক্ষে এক লাখ ৪০ হাজার বছরের পুরানো মানুষের একটি নতুন প্রজাতির। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রজাতিকে 'ড্রাগন মানব' নামকরণ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

শুক্রবার এই ঘোষণা দিয়ে এর সঙ্গে জড়িত গবেষক দলের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নতুন এই আবিষ্কার আমাদের প্রজাতি 'হমো সেপিয়েন্সের' উদ্ভব কীভাবে এবং কোথা থেকে হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বর্তমান ধারণা বদলে দিতে পারে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খুঁজে পাওয়া খুলিটি একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের, যার একটি বড় মস্তিষ্ক ছিল; ছিল বিশাল আকারের ভ্রুর খাঁজ, গভীর কোটর বিশিষ্ট চোখ এবং কন্দ আকৃতির নাক।

এই খুলিটি চীনের উত্তর-পূর্বে হারবিনে ১৯৩৩ সালে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ৮৫ বছর ধরে এটি লুকানো ছিল।

বিবিসি জানিয়েছে, জাপানের দখলে থাকার সময় হারবিনে একটি নির্মাণকাজ চলাকালে একজন শ্রমিক খুলিটি খুঁজে পান। এর গুরুত্ব থাকতে পারে- এই বিবেচনায় চীনা শ্রমিকটি জাপানিদের হাত থেকে সেটা রক্ষায় নিজের বাড়ির কূয়ায় লুকিয়ে রাখেন। পরে ওই শ্রমিকের পারিবারিক সূত্রেই সেটা চীনের বিজ্ঞানীদের হাতে আসে।

গবেষকরা নতুন প্রজাতির নাম দিয়েছেন 'হোমো লোংগি' এবং ডাক নাম দেওয়া হয়েছে 'ড্রাগন ম্যান'। চীনের উত্তর-পূর্বে বয়ে চলা ড্রাগন নদীর নামানুসারেই এই নামকরণ করেছেন তারা। সেখানেই খুলিটি পাওয়া গেছে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, হোমো লোংগির সঙ্গে নিয়ানডারথালদের সম্পর্ক নেই এবং লোংগিরা বিলুপ্ত প্রজাতি। তবে এরাই সম্ভবত হোমো পেয়েন্সদের সবচেয়ে কাছাকাছি সম্পর্কিত।

তাদের এই দাবি প্রতিষ্ঠিত হলে, হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিদ্যমান ধারণা বদলে যাবে, যা প্রাচীন ডিএনএ ও বছরের পর বছর ধরে খুঁজে পাওয়া জীবাশ্ম বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্য ইনোভেশন সাময়িকীতে খুলির বিশ্লেষণ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়েছে।

ওই গবেষক দলের সদস্য যুক্তরাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ও লন্ডন হিস্ট্রি মিউজিয়ামের অধ্যাপক ক্রিস স্ট্রিংগার বলেন, "গত ১০ লাখ বছরের যেসব জীবাশ্মের খোঁজ মিলেছে, তার মধ্যে এ পর্যন্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এই খুলি।"

হোমো লোংগিদের নিয়ে এ পর্যন্ত তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ওই জীবাশ্ম বিষয়ে প্রথম বিস্তারিত বিবরণ ও চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তবে বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ হোমো লোংগির ওপর উপসংহার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

তারপরও, অনেক বিজ্ঞানীই ধারণা করছেন, নতুন এই আবিষ্কার মানবজাতির পারিবারিক সূত্র পুনর্বিন্যাস এবং কীভাবে আমাদের হোমো সেপিয়েন্সের উদ্ভব হয়েছে তা নির্ণয় করতে সহায়ক ভূমিকাই পালন করবে।

যেসব বিশেষজ্ঞ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত গবেষণাগুলোর তথ্যউপাত্ত পর্যালোচনা করেছেন, তারা জানিয়েছেন এটা একটি চমৎকার জীবাশ্ম। ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-ম্যাডিসনের প্যালিওঅ্যানথ্রপোলজিস্ট জন হকস বলেন, "এটা সুন্দর। এ ধরনের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া খুবই বিরল ঘটনা। মুখমণ্ডল এতো ভালো অবস্থায় রয়েছে, যা খুঁজে পাওয়া অনেকটা স্বপ্নের মতো।"

হিমায়িত মাংস কক্ষ তাপমাত্রায় রাখার ঝুঁকি

বরফ গলতে যত দেরি হবে মাংসে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

রান্না করার জন্য ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে বাইরে রাখাটা প্রতিটি ঘরের সাধারণ চিত্র। কেউ পানিতে ভিজিয়ে রাখেন, সময় কম থাকলে কুসুম গরম পানি দেন।

কেউ আবার ওভেনে দিয়েও বরফ গলিয়ে নেন। আবার হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকলে রান্নাঘরের কক্ষ তাপমাত্রায় রেখেই বরফ গলিয়ে নেওয়া হয়।

অন্যান্য মাধ্যমগুলোর তুলনায় কক্ষ তাপমাত্রা হিমায়িত মাংস গলানো বেশি নিরাপদ।

তবে কোথায় মাংসটা রাখছেন, আবহাওয়ার তাপমাত্রা কতটুকু তার ওপর নির্ভর করে এই পদ্ধতিতেও ঝুঁকি আছে।

কারণ হিমায়িত যেকোনো খাবার দুই ঘণ্টার বেশি সময় বাইরে কাঁচা অবস্থায় ফেলে রাখলে তাতে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ ও বিস্তার হয় দ্রুত।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, "অপরদিকে আবহাওয়ার তাপমাত্রা যদি ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় তাহলে খাবারে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়।

কাঁচা মাংস যতক্ষণ হিমায়িত আছে ততক্ষণ নিরাপদ। তবে তা যতই গলবে ততই বাড়তে থাকবে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের সম্ভাবনা।

আর এজন্যই খাদ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন কখনই রান্নাঘরের কোথাও রেখে হিমায়িত মাংস গলানো উচিত নয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দুই ঘণ্টা আর গরমের দিনে মাত্র এক ঘণ্টা বাইরে থাকলেই ওই মাংস ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যাক্টেরিয়ার কারণে।

মাংসের পাশাপাশি ডিম দিয়ে তৈরি যেকোনো খাবারে একই মাত্রায় ঝুঁকি থাকে।

মাংস গলানো নিরাপদ উপায়

'দ্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'য়ের পরামর্শ অনুযায়ী, "ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে 'নরমাল ফ্রিজ'য়ের রেখে যেকোনো হিমায়িত খাবার গলানো সবচাইতে নিরাপদ। এতে খাবার ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট'য়ের অনেক নিম্ন তাপমাত্রায় থাকবে।"

"আবার কুসুম গরম পানিতে হিমায়িত খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনাও বিপদজনক। 'নরমাল ফ্রিজ'য়ে রাখা বাদে অন্যান্য নিরাপদ উপায় হল ঠাণ্ডা পানিতে রাখা। আর 'মাইক্রোওয়েভ ওভেন'য়ে দিয়ে গরম করে নেওয়া।"

লাল চোখের ভিড় বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রবণতা বেশি ছোটদের মধ্যে

টকটকে লাল চোখের ভিড় জমছে ডাক্তারখানায়। চক্ষু চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, দিনে অন্তত তিন-চার জন রোগী আসছেন এই সমস্যা নিয়ে। তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের বয়সই আঠারোর কম। কারণ, বহু ক্ষেত্রে স্কুল থেকে ছড়াচ্ছে এই রোগ। সকালে পিচুটি ভরা সেই চোখ টেনে খোলার কষ্ট মনে করিয়ে দিচ্ছে "জয় বাংলা"র কথা।

মাসখানেক ধরে এই পরিস্থিতি দেখে চিকিৎসকদের প্রশ্ন, তবে কি ফিরে এল সে? সংক্রমণের পিছনে তপ্ত আবহাওয়া ও পরিবেশ দূষণও দায়ী বলে মত তাঁদের।

বছর পঞ্চাশেক আগে আসা "জয় বাংলা" ধীরে ধীরে জমি হারিয়েছিল। তার জায়গা নিয়েছিল তুলনায় বেশি ক্ষতিকর কনজাংটিভাইটিস। জয় বাংলার হানায় কর্নিয়ার ক্ষতি হত না বলেই জানাচ্ছেন চিকিতকেরা। কিন্তু গত কয়েক বছরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে, কনজাংটিভাইটিসে কর্নিয়ার ক্ষতি হয়। তবে একই সঙ্গে চিকিতকেরা যে আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন, তা হল, এ বছর এখনও পর্যন্ত কনজাংটিভাইটিসে কর্নিয়ার ক্ষতি হতে দেখা যায়নি। পাশাপাশি, দু'টি রোগের মধ্যে পার্থক্য আছে আরও। চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, কনজাংটিভাইটিসে পিচুটি কাটে না। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। এটি ভাইরাসঘটিত রোগ। কিন্তু, জয় বাংলায় আক্রান্তের পিচুটি কাটে খুব বেশি। এই রোগ ব্যাক্টিরিয়াঘটিত।

জয় বাংলা নামের ইতিহাস বলছে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর বন্দুকে বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছিল ইস্পাতের বেয়নেট। তা দ্রুত ঠান্ডা হয়। ওই ঠান্ডা ইস্পাত থেকে হু হু করে ছড়াতে থাকে অতি সংক্রামক এই চোখের অসুখ। চক্ষু চিকিতক শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ওষুধ দেওয়া হোক বা না হোক, সাত দিনের আগে হটানো যেত না জয় বাংলাকে। পরবর্তী সময়ে অ্যাডিনোভাইরাস ক্রমাগত তার শক্তি বদলে কনজাংটিভাইটিস নামে চোখে হানা দিয়েছে।

আর এক চক্ষু চিকিতক জ্যোতির্ময় দত্ত বললেন, 'গত দু'সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন চার-পাঁচ জন রোগী চোখ লাল হওয়ার সমস্যা নিয়ে আসছেন। রোগীদের মধ্যে চার থেকে ১৮ বছর বয়সির সংখ্যাই বেশি। মূলত স্কুল থেকে এই রোগ ছড়াচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। বেশির ভাগেরই চোখ লাল, পিচুটিতে ঢাকা। পরিবারে কোনও শিশুর কনজাংটিভাইটিস হলে বাকি সদস্যদের মধ্যেও তা দ্রুত ছড়াচ্ছে।

চিকিৎসক সিদ্ধার্থ ঘোষের কথায়, ভাইরাল কনজাংটিভাইটিসে চোখ লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া, গলা ব্যথা, জ্বর, চোখ দিয়ে জল পড়ার মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। এ বছর ব্যাক্টিরিয়াল কনজাংটিভাইটিসও হচ্ছে। তাতে চোখ লাল হয়ে, ফুলে পিচুটিতে ভরে থাকছে। শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, কোভিডের সময়ের কনজাংটিভাইটিসের থেকে এটি আলাদা। ফলে প্রশ্ন উঠছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় ঘাটতির কারণেই কি এই সংক্রমণ? গত বছর অ্যাডিনোভাইরাসের বাড়বাড়ন্তের পরে এ বছর এই উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, সেটাও লক্ষ করার বিষয়।

নীড় ছোট হলেও বারান্দা সুন্দর করা যায়

ঘরেরে সঙ্গে ছোট্ট এক ফালি বারান্দা বহু বাড়িতেই থাকে। চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেও ওই বারান্দাটুকু যেন স্বস্তির বাতাস। কাজ থেকে ফিরে বা কাজে যাওয়ার আগে দু'দণ্ড শান্তির খোঁজে বারান্দাতয় গিয়ে বসেন প্রায়ই। মাঝেমধ্যে ঘরের ভোল বদলালেও বারান্দা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না অনেকে। কিন্তু বন্ধুরা এলে এই বারান্দাতেই বসতে চান। সেই মতো বারান্দাকে সাজিয়ে তুলতে কয়েকটি টোটকা মাথায় রাখতে পারেন।

১) প্রচুর বসার জায়গা রাখুন

বন্ধুবান্ধবরা বাড়িতে এসে যাতে বারান্দায় গিয়ে আড্ডা দিতে পারেন, তাই বসার জন্য যথেষ্ট জায়গা রাখুন। একই রকম চেয়ার না রেখে ছোট ছোট স্টুল বা চৌকিও রাখতে পারেন।

২) ক্যাফের মতো সাজাতে পারেন

ছুটির একটা দিন এই বৃষ্টিতে বাইরে বেরোতে ভাল না লাগলে বারান্দায় টি-টেবিল এবং চেয়ার পেতে ক্যাফের মতো সাজিয়ে নিতে পারেন। সন্ধে হলে টেবিলে টি-ল্যাম্প জ্বেলে মনের মানুষটির সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করতে কিন্তু মন্দ লাগবে না।

৩) শোয়ার জায়গা রাখতে পারেন

অনেকেই বলেন দিবা স্বপ্ন সত্যি হয় না। তবু তা দেখতে ভালবাসেন অনেকে। তাই বারান্দার এক কোণে এমন জায়গা করতেই পারেন, যেখানে শুয়ে পছন্দের বই পড়া যায়, আবার দিবা স্বপ্নও দেখা যায়।

৪) গাছ দিয়ে সাজাতে পারেন

সবচেয়ে সহজ পন্থা হল গাছ দিয়ে বারান্দা সাজানো। চোখের, মনের শান্তির জন্য বারান্দা ভরিয়ে রাখতে পারেন নানা রকম বাহারি গাছে। খুব বেশি জায়গা না থাকলে বনসাইও রাখা যেতে পারে।

৫) রঙিন আসবাব রাখতে পারেন

বাড়িতে পুরনো কাঠের সিন্দুক, সিংহমুখের পায়া দেওয়া টুল, পুতুলের আলমারি রয়েছে? সেগুলিকেই সুন্দর করে রং করে নিন। নানা রকম রঙের নকশা কাটা আসবাব দিয়ে সাজিয়ে নিলেও দেখতে মন্দ লাগবে না।

সকালের যেসব অভ্যাস কোমরের পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে

নাস্তার পর পেট ফোলাভাব বা খিদে লাগাগু দুটোই সকালের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের লক্ষণ।

সকালের নাস্তায় যে খাবারগুলো ঝটপট তৈরি করে চটপট খেয়ে ফেলা যায়, সেগুলোর বেশিরভাগই ক্ষতিকর হয়, বিশেষত বাড়ন্ত কোমর কমানোর ক্ষেত্রে।

তাই কোমরের বেড় কমাতে চাইলে এমন খাবার খেতে হবে যা পেট ফোলাভাব কমায় কিংবা ওজন কমাতে সহায়ক।

সরল কার্বোহাইড্রেট: 'মাফিন', কেক কিংবা 'গ্রানোলা বার' দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে ফেলা খুবই সহজ। তবে তা থেকে ক্রমেই কোমর বাড়তে থাকাও তেমনই সহজ।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্যালান্স ওয়ান সাপ্লিমেন্ট'য়ের সনদ স্বীকৃত পুষ্টিবিদ ট্রিস্টা বেস্ট বলেন, "সকালের নাস্তায় প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার অভ্যাস অনেক ঘরেই দেখা যায়। এই খাবারগুলো যে শস্য থেকে তৈরি তা পরক্রিয়াজাত করা। আর তাতে কোনো পুষ্টি উপাদান অবশিষ্ট থাকে না বললেই চলে। বিশেষ করে 'আয়রন' আর বিভিন্ন ধরনের 'বি ভিটামিন' এগুলোতে থাকে না। ফলে এই খাবারগুলো ক্যালরি'তে ভরপুর থাকে, অনেকসময় তা হয় 'এম্পটি ক্যালরি'।" ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "আর এগুলো প্রকিয়াজাত হওয়ার কারণে শরীর দ্রুত সেগুলো খরচ করে ফেলে কর্মশক্তির উৎস হিসেবে। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় এবং খাওয়ার পরপরই 'ইন্সুলিন' বেড়ে যায় দ্রুত।"

আরেক পুষ্টিবিদ জেইমি ফেইট বলেন, "এমন খাবারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল দুধের সঙ্গে 'সিরিয়াল' যোগ করে খাওয়া। এই খাবার প্রায় আধা ঘণ্টাতেই শরীর খরচ করে ফেলে। ফলে কিছুক্ষণ পরই আবার ক্ষুধা লাগে। এতে কোমর বেড়ে যাওয়া আশঙ্কাও বাড়ে।"

উপায় কী?

ফেইট বলেন, "সকালের নাস্তায় এমন খাবার বেছে নিতে হবে যা বানানো ও খাওয়া সহজ হওয়ার পাশাপাশি তাতে থাকবে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও ভোজ্য আঁশ। এতে পেট ভরা থাকবে লম্বা সময়। আর প্রক্রিয়াজাত 'কার্বোহাইড্রেইট' যে প্রভাব ফেলে ঠিক তার উল্টোটা করে এই খাবারগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ ড় জিনান বান্না বলেন, "জেলি মাখিয়ে পাউরুটি না খেয়ে সম্পূর্ণ শষ্য থেকে তৈরি রুটির সঙ্গে বাদামের মাখন বেছে নিতে হবে। সকালের নাস্তায় মিষ্টি কিছু খেতে চাইলে 'ফ্রুট স্প্রেড' বেছে নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, তাতে থাকা চাই প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি।"

চিনি কম: 'এ টেস্ট অফ হেল'য়ের পুষ্টিবিদ এবং 'টেস্টিং ডটকম'য়ের বিশেষজ্ঞ রিচি-লি হটজ বলছেন, "সকালের নাস্তার পদগুলোতে যদি চিনি বেশি থাকে তবে তা কোমরের পরিধি বাড়াতে সহায়তা করবে। আর এই খাবারগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াবে, যা পরে আরও ক্ষুধা বাড়াবে এবং একসময় প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাওয়া হয়ে যাবে অন্য বেলায়। তাই খাদ্যাভ্যাসের ভারসাম্য বজায় রাখার হিসাবটা সকালের নাস্তা থেকেই শুরু করতে হবে।" একেবারে না খেলেও বিপদ: ওজন কমাতে গিয়ে সকালে নাস্তাকে একেবারেই বাদ দিতে চাইলে তাতে হিতে বিপরীতটা ঘটবে। হটজ বলেন, "বিতর্ক থাকলেও অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করেন সকালের নাস্তা বাদ দিয়ে কোমর কমে না, উল্টো বাড়ে।

ওজন কমানোর পথে বাধা সৃষ্টিকারী খাবার

দৈনিক চলাফেরা ও শরীরচর্চা খাদ্যাভাস্যের ওপর প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন কমাতে চাইলে মনোযোগ সহকারে এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি।

'কম-চর্বি', ডায়েট বা 'প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি' ইত্যাদি লেখা থাকা পণ্য আদৌ কতটা কার্যকর, সেটাও খেয়াল রাখা দরকার।

অনেকক্ষেত্রে এই সকল খাবারে ক্ষতিকর উপাদান বেশি থাকে যা ওজন কমানোর বদলে বরং কোমড়ের মাপ বৃদ্ধি করে।

তাই ওজন কমাতে চাইলে এসব খাবারের ওপর নির্ভরতা বাদ দিয়ে বরং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন, 'নোমাদিস্তানিউট্রিশন ডটকম'য়ের প্রতিষ্ঠাতা, নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং 'ইট ইউর ভিটামিন্স'য়ের লেখক মাস্কা ডেভিস।

'ইট দিস, নট দ্যাট' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "অধিকাংশ পণ্যের ওপরে 'ভেষজ', 'গ্লুটেইন-ফ্রি', 'প্রাকৃতিক' বা 'আঁশ-সমৃদ্ধ' লেখা থাকা মানেই এই নয় যে, এগুলো শতভাগ নিরাপদ বা কার্যকর। স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের আশায় এসব খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায়। তাছাড়া অনেকসময় এসব খাবার অনেক বাড়তি শর্করা, সোডিয়াম বা হাইড্রোজেনেইটেড উপাদানযুক্ত হয়ে থাকে।"

তথাকথিত 'স্বাস্থ্যকর' খাবার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওজন কমানোর পাশাপাশি শক্তি বাড়ানোও সম্ভব হয়। অন্যথায়, এগুলো ওজন কমানোর পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।

সালাদ ড্রেসিং: ওজন কমাতে সালাদ খাওয়া ঠিকাছে। তবে বাজারে পাওয়া যায় এরকম বহু সালাদ ড্রেসিংয়ে থাকে সয়াবিন তেল, চিনি, কৃত্রিম স্বাদ, রং ও লবণ। তাছাড়া অনেকদিন পণ্যটি টিকিয়ে রাখতে 'প্রিজারভেটিভ'ও ব্যবহার করা হয়।

তাই সালাদ ড্রেসিং না খেয়ে টক দই দিয়ে সালাদ খাওয়া ভালো।

বেকারির খাবার: যতই 'লো ফ্যাট' লেখা থাকুক, বেকারির যেকোনো খাবারেই ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম স্বাদ, রং ও চিনি। মাফিন, কেক, বিস্কুট এরকম খাবার কেনার আগে তাই মোড়কের ওপর লেখা বিশ্বাস করেছেন তো ঠকেছেন।

লো ফ্যাট দুগ্ধজাত খাবার: দুধের তৈরি খাবার থেকে ফ্যাট বা চর্বি সরিয়ে ফেলা মানেই সেটা স্বাদহীন। তার তাতে বাড়তি স্বাদ আনতে ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম চিনি ও রং। বাজার থেকে এরকম খাবার কেনার বাদাম ও টাটকা ফল দিয়ে টক দই খাওয়া ভালো।

নারিকেল তেল: অনেক দেশেই নারিকেল তেল রান্নায় ব্যবহার করা হয়। মাথায় রাখতে হবে এই তেল মাখনের চাইতে ৫০ শতাংশ স্যাচুরেইটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ। ফলে দেহে বাজে কোলেস্টরল বাড়িয়ে দিতে পারে নারিকেল তেল।

বাদাম ও বাদামের মাখন: ওজন কমানোর জন্য এই দুই খাবারই ভালো। তবে প্রোটিনের দিকে লক্ষ্য না দিলে বেশি চর্বি গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। আর বাজার থেকে কেনা প্যাকেট ও বোতলে থাকা বাদাম ও বাদামের মাখন বা 'নাট বাটার' কেনার আগে উপাদানের দিকে নজর দিতে হবে। কারণ এগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেশানো থাকে অতিরিক্ত লবণ ও চিনি।

প্রাক্তনকে ভোলার সবচাইতে কার্যকর উপায়

সঙ্গীর প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যাওয়াটা এক ধরনের আসক্তি. যা কখনই ভালো নয়।

বিচ্ছেদের কারণটা যাই হোক, যে মানুষটা একসময় জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে বিরাজমান ছিল হঠাৎ তার অনুপস্থিতি মেনে নেওয়া দুজনের জন্যই কষ্টের।

আর যতই বলুন তাকে ভুলে গেছেন, নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন তো আসলেই কি তাকে পুরোপুরি ভুলতে পেরেছেন?

প্রাক্তনকে ভুলে যাওয়ার উপায় নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের মতবাদ থাকলেও বিশেষজ্ঞরা বলেন, দ্রুত আর কার্যকর উপায় একটাই। যোগাযোগ বন্ধণ্ড্র বন্ধ মানে একেবারেই বন্ধ, সকল মাধ্যমেই বন্ধ। কয়েকদিনের প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ত সহজ। তবে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক কিংবা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জুটির বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন, অনেকটা অসম্ভবও বলা যায়। তবে যোগাযোগ বন্ধ না করলে সেই কষ্ট থেকে বের হওয়াও অসম্ভব।

'ড় রোমান্স'স গাইড টু ফাইন্ডিং লাভ টুডে'র রচয়িতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'সাইকোথেরাপিস্ট' ড় টিনা বি. টেসিনা বলেন, "তালাকের পর্যায়ে যখন আছেন তখন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্বটা আইনজীবীর ঘাড়েই থাকা উচিত, কিংবা পরিবারের গুরুজনরা। যদি সন্তান থাকে তবে নিজেদের যোগাযোগ এড়ানো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে যতটুকু না করলেই নয় ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকুন।" 'বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "ফোন আর দেখা তো বন্ধ থাকবেই, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোও একে অপরকে বার্তা পাঠানো থেকেও বিরত থাকতে হবে।"

আরেক 'সাইকোথেরাপিস্ট' ও 'লাইসেন্সড ক্লিনিকাল সোসাল ওয়ার্কার' অ্যামি সোবেলম্যান বলেন, "বিচ্ছেদের পর প্রাক্তনের সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে, দেখা করতে ইচ্ছা না হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক। যোগাযোগের আগ্রহটা যদি দমাতে পারেন তবে প্রাক্তনকে মন থেকে সরানোর জন্য যে দূরত্বটা তৈরি হওয়া প্রয়োজন সেটা তৈরি হওয়ার সুযোগ হবে।" টেসিনা বলেন, "প্রথমদিকে পরস্পর থেকে দূরে থাকাটা কষ্টের হবে। বিশেষত, যদি আপনি সম্পর্কের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকেন। সঙ্গীর প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যাওয়াটা এক ধরনের আসক্তি. যা কখনই ভালো দিক নয়। আর একমাত্র পুরোপুরি যোগাযোগ বন্ধ করতে পারলেই সেই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। প্রথমে খুব কষ্ট হবে, পরে সহজ হয়ে আসবে।"

বিচ্ছেদের কারণটা মনে রাখতে হবে যখনই প্রাক্তনের সঙ্গে যোগাযো করতে ইচ্ছা হবে তখনই মনে করতে হবে কেনো আপনারা আর একসঙ্গে নেই।

নিউ জার্সির 'রিলেশনশিপ অ্যান্ড কমিউনিকেশন এক্সপার্ট' ক্লোয়ি বেলাতোরে বলেন, "পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হবে আপনার নিজের মনেই। প্রাক্তনের সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলে কখনই কোনো সুস্থ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাই যোগাযোগ বন্ধ করে প্রাক্তনকে ছাড়া জীবনে মানিয়ে নেওয়া অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।" তাকে মনে পড়ার অর্থ এই নয় যে দেখা করতে হবে বিরহের সময়টাতে প্রাক্তনকে মনে পড়া স্বাভাবিক ঘটনা। মনে পড়া মানেই এই নয় যে আপনাদের একসঙ্গে থাকাটাই বিধির বিধান। এই সময়টাতে বিভিন্ন ঘটনা ও অনুভূতিকে কোনো অলৌকিক ইঙ্গিত হিসেবে মনে করে নেওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার। তবে আসলে সেখানে কোনো ইঙ্গিত নেই।

আর মনে পড়ার মাত্রা কমাতে স্মৃতি তো মুছে ফেলা সম্ভব নয়। যতটুকু সম্ভব তা হল প্রাক্তনের স্মৃতি বিজড়িত যেকোনো কিছু চোখের সামনে না রাখা। ফোন থেকে প্রাক্তনের ছবি মুছে ফেলতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান, বেড়াতে যান, পরিবারকে সময় দিন। যতটা কম একা থাকা যায় এসময় ততই ভালো।

পিস কনফারেন্সে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সুর চড়ালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় পিস কনফারেন্স" থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ভাঙড়, ক্যানিং, বাসন্তী সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বেলাগাম সন্ত্রাস চলেছে বলে অভিযোগ করেন রাজ্যপাল। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "রাজ্যে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার জন্য নির্বাচন কমিশন দায় নিতেই পারে। বাংলার মাথা নত হেঁট হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনার আপনাকে বলছি, এখনও সময় রয়েছে। মানুষের কাছে যান, তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার এক দফায় ভোট ঘোষণা করেছেন। কেউ আপনাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এমনকী কলকাতা হাইকোর্টও নয়। দয়া করে মানুষের দাবি শুনুন।"

তিনি আরও বলেন, "আমি মা-শিশুদের কান্না শুনেছি। বাসন্তী, ক্যানিং, ভাঙড়, চোপড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা সহ একাধিক জায়গায় বেলাগাম সন্ত্রাস হয়েছে। আগুন নিয়ে খেলা হয়েছে। মানুষের জীবন ও রক্ত নিয়ে খেলা হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। এই রক্তপাতের রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত। অশ্বত্থমা নয় দ্রোণাচার্য্যের দায়িত্ব পালন করা উচিত কমিশনের। এখনও সময় আছে, মানুষের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করুন ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী বাহিনী মোতায়েন করুন। ভুয়ো ব্যালট ছাপানোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুন। আপানার একটা ফোন মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে।" রাজ্যপাল বলেন, "শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ সব রাজনৈতিক দলের লোকেরাই আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমি তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। রাজনীতি করা আমার কাজ নয়। কিন্তু শেষ রক্তবিন্দু থাকা অবধি সন্ত্রাস বন্ধে আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাব।" প্রসঙ্গত, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে একের পর এক জেলায় সন্ত্রাস ও খুনের ঘটনা ঘটেছে। অনেকগুলি প্রাণ ঝড়ে গিয়েছে। সন্ত্রাস বন্ধে উদ্যোগী হয়ে রাজভবনে পিস রুম খোলেন রাজ্যপাল। এর পাশাপাশি সন্ত্রাস বন্ধে ভাঙড় থেকে কোচবিহার ছুটে গিয়েছেন তিনি।

মার্কিন মুলুকে শুটিং করতে গিয়ে রক্তাক্ত ঋতাভরী

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.) : টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে একটি নাম ঋতাভরী চক্রবর্তী। কিন্তু মার্কিন মুলুকে শুটিং করতে গিয়েই বিপত্তি। কপাল ফাটিয়ে রক্তাক্ত অভিনেত্রী।

সম্প্রতি, বক্সঅফিসে সাফল্য পেয়েছে ফাটাফাটি। আর তারপরেই ঋতাভরী চক্রবর্তী গিয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে। সেই ছবির শুটের নেপথ্যের কিছু মিষ্টি মুহূর্ত শেয়ার করেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার অভিনেত্রীর শেয়ার করা সেই ছবিতেই দেখা গেল রক্তাক্ত অবস্থায় অভিনেত্রীর একটি ছবি। কপাল থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। যদিও অভিনেত্রীর কপাল ফেটে রক্ত পড়ার এই ছবি সিনেমার একটি দৃশ্য। পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের নতুন ছবি 'গৃহস্থ'-র শুটিং- এই আপাতত ব্যস্ত সে।

নতুন গানে নেচে নওয়াজকে ভালবাসা পাঠালেন আলিয়া সিদ্দিকি

মুম্বই, ৬ জুলাই (হি.স.): গত কয়েকদিন ধরেই দেওয়ালে হট টপিক নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকির বিচ্ছেদ। বিগত কয়েক মাস ধরেই বারবার শিরোনামে উঠে এসেছেন অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি এবং তাঁর বিচ্ছিন্না স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকি। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার নতুন গানে নেচে নওয়াজকে ভালবাসা পাঠালেন আলিয়া সিদ্দিকি।

আলিয়া সিদ্দিকি তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি অভিনীত হিন্দি গান ""ইয়ার কা সতায়া হুয়া হ্যায়""-এ নেচে ভিডিও পোস্ট করেছেন। আপাদমস্তক কালো পোশাকে নিজেকে ঢেকে সুন্দরভাবে নাচ করতে দেখা যায় আলিয়াকে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত নওয়াজউদ্দিনের এই গান মূলত মন ভাঙা ও আবেগের ঝড় নিয়ে তৈরি। এই গানে কাজ করেছেন শেহনাজ গিলও।

জামিন না পেয়ে দিল্লি হাইকোর্টকে চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): দিল্লি সরকারের নতুন আবগারি নীতি সংক্রান্ত সিবিআই এবং ইডি-র মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে জামিন দেয়নি দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লি হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মনীশ সিসোদিয়া। মনীশ সিসোদিয়া বৃহস্পতিবারই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

দিল্লি সরকারের নতুন আবগারি নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্ত করেছে সিবিআই ও ইডি। বেশ কয়েকবার দিল্লি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানালেও, জামিন পাননি দিল্লির প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তাই এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা বিএসএফ জওয়ানের

জম্মু, ৬ জুলাই (হি. স.) : সাম্বা জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) জওয়ান। এই ঘটনায় ওই জওয়ানের মৃত্যু হয়। বৃস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে চিলিয়াড়ির সীমান্ত চৌকিতে (বিওপি)।

একজন সিনিয়র পুলিশ আধিকারীক জানিয়েছেন, জওয়ানের নাম নরেশ কুমার। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, কী পরিস্থিতিতে জওয়ান এমন কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষে নিহত ৪, আহত আরও ৪ জন

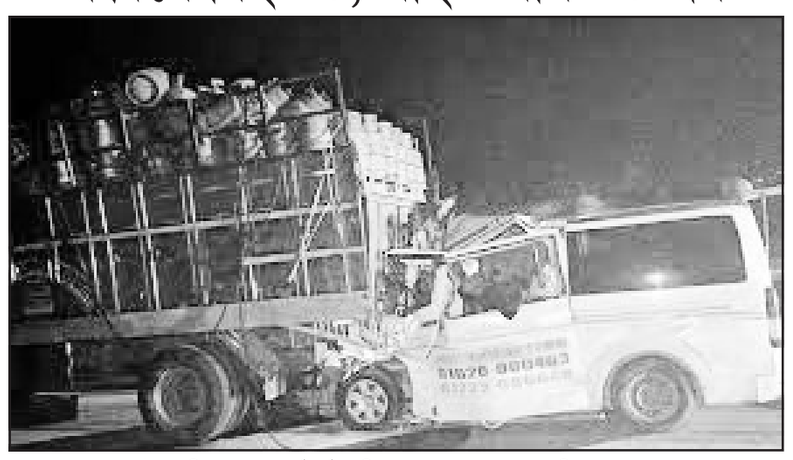

ঢাকা, ৬ জুলাই (হি.স.): বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের আরামবাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাবেদ মাসুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।তিনি বলেন, রোগী নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স খুলনা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা মাটিকাটা এক্সক্যাভেটর বহনকারী একটি ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন।

ওসি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হতাহতদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে একজন ও হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও তিনজনের মৃত্যু হয়। বাকি আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।তবে তাৎক্ষণিক হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

স্ত্রী ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে থাকা ঠিক নয়, এটা দূর করা উচিত : লালুপ্রসাদ যাদব

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৬ জুলাই (হি.স.): স্ত্রী ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে থাকা ঠিক নয়। এমনটাই মনে করেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লালু বলেছেন, 'যেই প্রধানমন্ত্রী হবে তাঁর স্ত্রী ছাড়া থাকা উচিত নয়। স্ত্রী ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে থাকাটা মোটেও ঠিক নয়। এটা দূর করা উচিত।' আসলে লালুকে এদিন বিরোধীদের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী এবং রাহুল গান্ধীকে বিয়ে করার জন্য তাঁর পূর্বের পরামর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখনই তিনি এই উত্তর দেন।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীরা কতগুলি আসনে জিতবে, সেই উত্তরও দিয়েছেন লালু।

তাঁর কথায়, 'অন্ততপক্ষে ৩০০ আসন।' মেডিকেল চেকআপের জন্য এদিন দিল্লিতে এসেছেন লালু। এদিন মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। বলেছেন, 'অবাঞ্ছিত নেতারা চলে যাওয়ায় শরদ পওয়ার এখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ১৭টি দলের সবাই একত্রিত হচ্ছেন। তাঁরা (বিজেপি) যা খুশি বলুক। তাঁদের নিশ্চিহ্ন করা হবে। শরদ পাওয়ার একজন শক্তিশালী নেতা, কিন্তু এই সব তাঁর ভাইপো (অজিত পাওয়ার) করছে।"

বেঙ্গালুরুতে বসছে বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠক, সেই বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন লালু। তাঁর কথায়, 'আমি রক্ত পরীক্ষার জন্য দিল্লি এসেছি।এরপরে আমি বেঙ্গালুরু যাব (বিরোধী দলগুলির দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য)।'

আরও এক নতুন ব্যবসা শুরু রচনার

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): অভিনেত্রী থেকে সঞ্চালিকা। বর্তমানে নতুন একটি পেশা নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক বছর আগে শাড়ির ব্যবসাও শুরু করেন রচনা। তবে,আর শাড়িতে নয়, এবার শুরু করলেন নিজের বিউটি প্রোডাক্ট 'রচনা কেয়ার' ---এর ব্যবসা শুরু করেছেন রচনা।

কয়েক বছর আগে শাড়ির ব্যবসাও শুরু করলেও অভিনেত্রী হয়ে শাড়ির ব্যবসা করায় নানা কটাক্ষও শুনতে হয়েছিল রচনাকে। তবে এসবকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বরং নিজের পছন্দে এবার নতুন ব্যবসায় হাত দিলেন সে। শুরু করলেন নিজের বিউটি প্রোডাক্ট 'রচনা কেয়ার'। সম্প্রতি হয়ে গেল 'রচনা কেয়ার'-এর উদ্বোধন। আপাতত ৬টি প্রোডাক্টস নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন তিনি। রয়েছে ডে ক্রিম, নাইট ক্রিম, ফেসওয়াশ, অ্যালোভেরা জেলের মতো একাধিক প্রোডাক্ট। রচনা জানিয়েছেন তাঁর এই প্রোডাক্টস ব্যবহার পারবেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। কিনতে পারবেন অনলাইন আর অফলাইনে। সব রকম দামের প্রোডাক্টস রাখা হয়েছে। ছোট থেকে বড়, সব মাপের প্রোডাক্টস আনা হয়েছে। যাতে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সবাই কিনতে পারেন।

দলাই লামার ৮৮ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি. স.) : ৬ জুলাই তীব্বতের আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার জন্মদিন। দালাই লামার ৮৮ তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং বৃহস্পতিবার তাঁকে ফোন করে কথাও বলেছেন মোদী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি টুইট বার্তায় বলেছেন, "পরম পবিত্র দালাই লামার সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাঁর ৮৮তম জন্মদিনে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছি। তার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।'

প্রকাশ্যে 'সালার' ছবির টিজার

মুম্বাই, ৬ জুলাই (হি.স.): বিগ বাজেটের ছবি আদিপুরুষ মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বাজার দর কমতে শুরু করে দক্ষিণী অভিনেতা প্রভাসের। সেই বিতর্কের মাঝেই বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে 'সালার' ছবির টিজার।

বৃহস্পতিবার সকাল ৫.১২ মিনিটে মুক্তি পেয়েছে সালার ছবির টিজার। ১.৪৭ মিনিটের টিজারে মুখ পর্য্যন্ত দেখা গেল না প্রভাসের। ট্রেলার জুড়ে টিনু আনন্দ। টিজারের শুরুতে দেখা যাচ্ছে, বন্দুকধারীরা ঘিরে ফেলেছে তাঁকে। তখন তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী শোনাতে শুরু করেন।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতের মহাকাশ সংক্রান্ত কর্মসূচির ফলে মৈত্রী দেশও লাভবান হয়েছে : জিতেন্দ্র সিং

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই (হি.স.): ভারতের জি-টোয়েন্টি সভাপতিত্বে মহাকাশ অর্থনীতি বিষয়ক নেতৃবৃন্দের চতুর্থ বৈঠক বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের মহাকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে, প্রতিবেশী মৈত্রী দেশগুলিও লাভবান হয়েছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের অঙ্গ হিসেবে উৎসাহিত হয়েছে বেসরকারি অংশীদারিত্বও। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৪০টি স্টার্ট আপ, আরো সফলভাবে ভারতের একাধিক মহাকাশ কর্মসূচিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। চন্দ্রযান ও গগনযানের মত কর্মসূচি ভারতকে মহাকাশ ক্ষেত্রে সামনের সারিতে এনে দিয়েছে বলেও জানান তিনি।

এদিন জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, 'এখানে এই ইভেন্টটি করার জন্য আমাকে অবশ্যই জি-২০ শেরপা এবং তাঁর দলকে প্রশংসা করতে হবে...এটি ছিল স্পেস ইকোনমি লিডারস মিটিং। আমাদের মহাকাশ প্রযুক্তি এবং সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ভারত এখন প্রায় প্রথম সারির দেশ।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং আরও বলেছেন, 'বিগত ৯ বছরে, যখন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাকাশ বিভাগ খোলা-সহ বেশ কয়েকটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমাদের এখন ১৪০টির মতো অত্যন্ত উজ্জ্বল স্টার্টআপ রয়েছে।'

রাজস্থানের ভোট নিয়ে বৈঠক করল কংগ্রেস, খাড়গে বললেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণের কাছে পৌঁছবে দল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে আসন্ন বিধানসভা ভোট নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রস্তুতি বৈঠক করল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, শচীন পাইলট, কে সি বেণুগোপাল, সুখজিন্দর রান্ধাওয়া, গোবিন্দ সিং দোতাসারা-সহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব। ভার্চুয়ালি বৈঠকে অংশ নেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

এই বৈঠকের পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে টুইট করে জানান, 'জনসেবা, ত্রাণ ও সকলের উন্নতি, রাজস্থান এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে। কংগ্রেস রাজস্থানের প্রতিটি ঘরে ঘরে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছে। দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী নির্বাচনে জনগণের মাঝে পৌঁছবে। রাজস্থানের প্রতিটি অংশ— কৃষক, ক্ষেতমজুর, যুবক, মহিলা এবং সমাজের প্রতিটি অংশ কংগ্রেস পার্টিতে নিজেদের আস্থা প্রকাশ করছে। আমরা সকলের আশা-আকাঙ্খার যত্ন নেব। রাজস্থানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুটোই কংগ্রেসের হাতে নিরাপদ। ইতিহাস পাল্টে যাবে এবার।'

অশোকনগরে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে ঢুকে ছুরি দিয়ে হামলা

অশোকনগর, ৬ জুলাই (হি. স.) : উত্তর ২৪পরগনার অশোকনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির পঞ্চায়েত প্রার্থী শ্যামল দাসের উপর মারাত্মক হামলা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন বাড়িতে ঢুকে তাঁকে, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নির্মমভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অশোকনগরের বিদা রাজীব পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে গভীর রাতে ঢুকে তৃণমূলের লোকজন নির্মমভাবে মারধোর করেছে। তার মাথা ফেটে গেছে। তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তার স্ত্রীকেও মারধর করা হয় এবং তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। বিজেপি প্রার্থীর পোশাকও খুলে নেওয়া হয়। পরে গ্রামবাসী জড়ো হলে সেখান থেকে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিজেপি প্রার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অশোক নগর থানায় মামলা দায়ের করা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

বরুণ-জাহ্নবীর বাওয়াল—এরটিজার প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার ঝড়

দর্শকরা বহুদিন ধরেই অপেক্ষা করছিল বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'বাওয়াল' ছবি নিয়ে। ৫ জুলাই প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার টিজার। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ""বাওয়াল"" এবার মুক্তি পেতে চলেছে মাজন প্রাইমে। এটি প্রকাশ্যে আসতেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান নেটিজেনরা। অনেকেই এই টিজারের প্রশংসা করেছেন। তবে একইসঙ্গে একদল নেটিজেন টিজারে দেখানো নাৎসি জার্মানির গ্যাস চেম্বার নিয়ে খুব একটা খুশি নন।

এই ছবির টিজারে প্রথম থেকে সাধারণ প্রেম কাহিনির মনে হলেও শেষ দৃশ্যে এসে দেখানো হয়েছে দুই মুখ্য চরিত্র বন্দি এক নাৎজি জার্মান গ্যাস চেম্বারে। দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষের সঙ্গে বন্দি দুই তারকা, এবং প্রত্যেকে খানিক বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছেন। তখনই একজন চেম্বারের একমাত্র ছোট্ট খোলা জায়গাটিও বন্ধ করে দিলেন। দুই মুখ্য চরিত্রের গল্প গণহত্যার প্রেক্ষাপটে তৈরি, এবং যে ব্যক্তি চেম্বারের জানালা বন্ধ করলেন তাঁর পোশাক থেকে আন্দাজ করা যায় তিনি নাৎজি জার্মানির প্রতিনিধি। টিজারে নেপথ্য কণ্ঠের মাধ্যমে শোনা যায় জাহ্নবী বলছেন যে ""খুব দেরি হওয়ার"" আগে বরুণের ভালবাসা তাঁর বুঝে যাওয়া উচিত ছিল।

টিজার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছে ছবি নিয়ে সমালোচনা।এই টিজার প্রকাশ্যে আসার পর টুইটারে একদল নেটিজেন তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এক নেটিজেন লেখেন, 'দাঁড়ান, শেষ দৃশ্যটা গণহত্যার ইঙ্গিত দিল?

কিন্তু একটা প্রেমের গল্পে এই প্রসঙ্গ টানার অর্থ কী?

যদি এটা নিয়ে ঠিকভাবে কাজ করা না যায় তাহলে প্রবল সমালোচনার ঝড় বয়ে যাবে। কোনও কিছুই ওই দুঃখজনক ঘটনাকে সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অপর একজন লেখেন, 'গ্যাস চেম্বার? নাৎজি জার্মানি?' টিজার নিয়ে সালোচনা যা-ই হোক দেখার বিষয় হলো মূল সিনেমাটি কেমন। এটি দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন চলচ্চিত্রেপ্রেমীরা।

অশোকনগরে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে ঢুকে ছুরি দিয়ে হামলা

অশোকনগর, ৬ জুলাই (হি. স.) : উত্তর ২৪পরগনার অশোকনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির পঞ্চায়েত প্রার্থী শ্যামল দাসের উপর মারাত্মক হামলা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন বাড়িতে ঢুকে তাঁকে, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নির্মমভাবে মারধোর করেছে। তার মাথা ফেটে গেছে। তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তার স্ত্রীকেও মারধর করা হয় এবং তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। বিজেপি প্রার্থীর পোশাকও খুলে নেওয়া হয়। পরে গ্রামবাসী জড়ো হলে সেখান থেকে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিজেপি প্রার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অশোক নগর থানায় মামলা দায়ের করা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

ঋষিকেশে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

ঋষিকেশ, ৬ জুলাই (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডের আইডিপিএল পুলিশ পোস্টের কাছে দুর্গা মন্দির মালব্য নগর রেললাইনে একটি ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে। ঋষিকেশ কোতোয়ালির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর খুশিরাম পান্ডে জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে মালভিয়া নগর দুর্গা মন্দিরের কাছে রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবকের ঘটনাস্থলেই মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। জানা গেছে, রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আইডিপিএল কলোনির বাসিন্দা ভূপেন্দ্র বিষ্ট (৩৫) বাড়ি থেকে বের হয়ে রেললাইনের দিকে যায়। সেখানেই ট্রেনের ধাক্কায় মাথায় আঘাত লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ ঋষিকেশ সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বিজেপির প্রচারে বাধা দেওয়ায় অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, লাউদোহায় ধুন্ধুমার

দুর্গাপুর, ৬ জুলাই (হি. স.) দুই দলের প্রচারে মুখোমুখি। শ্লো-গান যুদ্ধ থেকে হাতাহাতি। বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষদিনে ধুন্ধমার কান্ড লাউদোহার মাধাইগঞ্জে। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। ''টিট ফর ট্যাট'', হোমিওপাথি দেওয়া হল। জোর করে আটকানোর চেষ্টা করলে এলোপাথি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারী বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী।প্রসঙ্গত, দুদিন পরই পঞ্চায়েত নির্বাচন। বৃহস্পতিবার ছিল প্রচারের শেষদিন। আর শেষদিনে বিজেপি ও তৃণমূলের প্রচার মিছিল মুখোমুখি হতেই ধুন্ধমার কান্ড বাঁধল লাউদোহার মাধাইগঞ্জে। বিজেপির দাবী, এদিন বিকাল নাগাদ মাধাইগঞ্জে দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার মিছিল করছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী। অভিযোগ, মাধাইগঞ্জ মোড়ে মিছিল ঢুকতে জিতেন্দ্র তেওয়ারীকে লক্ষ্য করে কটুক্তি শুরু করে তৃণমূলকর্মীরা। পাল্টা বিজেপিকর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে চোর চোর শ্লো-গান তোলে। আর তাতেই বচসা থেকে উত্তেজনা শুরু হয়। একসময় দুই দলের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামল দিতে পুলিশকে ভালোই বেগ পেতে হয়। ঘটনাকে ঘিরে কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী অভিযোগে বলেন,' পুর্ব নির্ধারিত বিজেপির প্রচার মিছিল ছিল। তৃণমূল রাঙামাটি থেকে কিছু কয়লা মাফিয়া নিয়ে এসে আমাদের মিছিল আটক করেছিল। আমাদের কর্মীদের মারধর করে। পাল্টা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ডোজ দেওয়া হয়েছে, ''টিট ফর ট্যাট'' ।যা করবে তার ফল পেতে হবে।' তিনি আরও বলেন,' সুষ্ঠভাবে ভোট করতে বলা হয়েছে। আজ হালকা হোমিওপাথি দেওয়া হয়েছে। এখনও এলোপাথি ও অন্যান্য বাকি আছে। তৃণমূল জোর করে ভোট আটকানোর চেষ্টা করলে, সেগুলো শুরু হবে। সামলাতে পারবে না।' যদিও তৃণমূলের লাউদোহা ব্লক সভাপতি সুজিত মুখার্জী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ' বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ তুলে অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। এলাকার শান্ত পরিবেশ অশান্ত করছে। মানুষ তার জবাব দেবে।'

বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের সতর্ক থাকার বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

নন্দীগ্রাম, ৬ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের সোনাচূড়ায় এক নির্বাচনী সভা থেকে এলাকার সব বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।তিনি বলেন, 'এরা (শাসক শিবির) কেন্দামারিতে কিছু লোক ঢোকাবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে লোক আনা হবে। অস্ত্র নিয়ে সন্দেশখালি ও ক্যানিং থেকে বাছাই করা গুন্ডা আসছে। প্রথমে কেন্দামারিতে চেষ্টা করবে ওরা।' এরপরই অবশ্য শুভেন্দু দলীয় কর্মী ও সমর্থক তথা এলাকার সাধারণ মানুষজনকে ভয় না পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিরোধী দলনেতার বক্তব, তিনিই এলাকার মানুষজনের চৌকিদার। বললেন, 'আপনাদের বিধায়ক, আপনাদের চৌকিদার।'দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেন, 'আমি চৌকিদার আছি। আপনি মার খেলে আমি কি ঘরে বসে থাকব না কি?' এদিকে শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের পর পাল্টা দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধায়ও। বাইরে থেকে লোক আসার যে অভিযোগ বিরোধী দলনেতা তুলেছেন সেই নিয়ে অভিষেকের বক্তব্য, যদি তাঁর (শুভেন্দুর) কাছে নাম থাকে, তাহলে প্রশাসনকে এবং আদালতকে জানানোর জন্য। একই সঙ্গে অভিষেক এও বলেন, 'যদি না জানান এবং যদি কোনও ঘটনা ঘটে, তাহলে এর দায়-দায়িত্ব শুভেন্দু অধিকারীর এবং বিজেপির।' এদিন বিকেলের সাংবাদিক বৈঠকেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন দলের তরফে 'ওয়ার রুম' সর্বক্ষণ চালু থাকবে। কোথাও কোনও গোলমালের খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উমাকান্ত একাডেমীর জনজাতি ছাত্রাবাস পরিদর্শন করলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। উমাকান্ত একাডেমীর নব নির্মিত জনজাতি ছাত্রাবাস আচমকা সফর করলেন জনজাতির কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।। পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন ,উনি মন্ত্রী হবার পর একবার পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন।। ওই সময় অনেক কিছু ত্রুটি ছিল এই ছাত্রাবাসের।। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেছিলেন আবার যখন ভিজিট করবেন। যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তা সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছাত্ররা যাতে ভালোভাবে থেকে পড়াশোনা করতে পারে ,কোন অসুবিধা না হয় এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। মন্ত্রী নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে এবং উমাকান্ত একাডেমির নবনির্মিত জনজাতি ছাত্রাবাস কেমন চলছে তা খতিয়ে দেখতে বুধবার রাতে দফতরের কর্মকর্তা ও উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে আচমকা ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সফরকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গেও মন্ত্রী নিজে কথা বলেছেন। তাদের আরো যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে মন্ত্রী অবগত হয়েছেন। সবগুলো সমস্যার সমাধানের জন্য মন্ত্রী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলেও আশ্বস্ত করেছেন।

শুভাশিষ তলাপাত্র

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার পর ত্রিপুরা হাইকোর্টকেই কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে বদলি হয়ে তিনি ২০২২ সালে ১০ জুন থেকে ওড়িশা হাইকোর্টে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দুটি হাইকোর্টে বিচার প্রদানের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে কলেজিয়াম বিবেচনা করে যে বিচারপতি শুভাশিষ তলাপাত্র ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত আছেন।

অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন ট্রেজারী ও বিরোধী বেঞ্চের বিধায়করা। এছাড়া ত্রিপুরা গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্সস বিল এবার অধিবেশনে পেশ করা হবে। উল্লেখ্য গত শনিবার বিএসসির বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেবিনেট সদস্যদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গিয়েছে আগামীকাল বাজেট অধিবেশনে ট্রেজারি বেঞ্চের ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ত্রিপুরা সহ

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া প্রমুখ শীর্ষ নেতা।

আজকের সাংগঠনিক বৈঠকে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম সহ ১২টি রাজ্যের পদাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তবে আগামী ৮ তারিখ পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠেয় পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ওই রাজ্যের শীর্ষ নেতারা আসতে পারেননি। তবে অন্য পদাধিকারী এসেছেন।

অল্পতে রক্ষা

● প্রথম পাতার পর

রাহেনা বেগমকে মারধর করেছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি আনোয়ার উদ্দিনের এই কাজে উৎসাহ দিত তার পরিবারের লোকেরা। বিষয়টি নিয়ে ইরানি থানায় আজ রাহেনা বেগম তার স্বামী আনোয়ার উদ্দিন এবং আনোয়ার উদ্দীনের চার ভাই মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

প্রচারের শেষদিনে রাজ্যপালকে কটাক্ষ বাবুলের, পাল্টা দিলেন জিতেন্দ্র তেওয়ারী

দুর্গাপুর, ৬ জুলাই (হি. স.) '' রাজ্যপাল এমন কিছু কাজ করছেন, উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে। মানুষের জন্য কাজ করছেন না। বিজেপির জন্য কাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করলেন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে জানেন না। অ আ ক খ শিখতে এসেছেন''। বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষদিনে লাউদোহার ইচ্ছাপুরে দলীয় প্রার্থীদের প্রচারে এসে এভাবেই রাজ্যপালকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। রামদেব বাবার কয়েমচুর্ন খাওয়া উচিত বলে বাবুলকে পাল্টা কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী।

প্রসঙ্গত, দুদিন পরই পঞ্চায়েত নির্বাচন। বৃহস্পতিবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। আর শেষ দিনে খনি অঞ্চলজুড়ে জমাটি প্রচার করল বিজেপি তৃণমূল সব দলই। এদিন লাউদোহার গৌরবাজারে তৃণমূল বিধায়িকা অদিতি মুন্সী দলীয় প্রার্থীদের হয়ে রোড''শ করেন। আবার কাঁকসার সিলামপুর ও বামুনাড়ায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পান্ডা ও বিধায়িকা চন্দনা বাউরী। আবার, আকাশছোঁয়া মুল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদকে সামনে রেখে অন্ডালের উখড়ায় অভিনব প্রচার করেন বিজেপি নেতা জিতেন চ্যাটার্জী। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে অগ্নিমুল্য কাঁচালঙ্কা, আদা, টমেটো সহ সব্জির দাম। এদিন আদা, কাঁচা লঙ্কার মালা পরে দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে উখড়া বাজারে মিছিল করেন জিতেন চ্যাটাজী। আবার, লাউদোহার ইছাপুরে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রোড''শ করেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।প্রচারের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপালের আদর্শের সঙ্গে নিরপেক্ষ কাজ নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তোলেন তিনি। এদিন বাবুল সুপ্রিয় বলেন,' কালো চশমা খুললে সব কিছু দেখতে পাবেন। রাজ্যপাল মানুষের জন্য কাজ করছেন না। বিজেপির জন্য কাজ করছেন।' তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যপাল সম্পর্কে অবমাননা করা উচিত নয়। তবে এমন কিছু কাজ করছেন, উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে। অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছেন। নিজের আদর্শ নিয়ে কাজ করলে বেশী সম্মান পাবেন।' রাজ্যপালের পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন প্রসঙ্গে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বাবুল সুপ্রিয়। তিনি বলেন,' বিজেপিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করলেন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে জানেন না। তিনি পশ্চিমবঙ্গে অ আ ক খ শিখতে এসেছেন।' তবে রাজ্যপাল সম্পর্কে মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র মন্তব্যের কড়া সমালেচনা করেছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী। বাবুল সুপ্রিয়কে পাল্টা কটাক্ষ করে জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' রামদেব বাবার অনুলোম বিলোম শিখে রাজনীতিতে এসেছিলেন। এখন রামদেব বাবার কয়েমচুর্ন খাওয়া উচিত। একজন গায়ক প্রসঙ্গে যদি বলতে হয়, তাঁর চেয়ে রানু মন্ডল ভালো গান করে।'

ত্রিপুরায় প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।।আজ ৬ জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৩ তম জন্ম জয়ন্তী।প্রতিবছরের মতো এ বছর ও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে।

প্রদেশ কার্যালয়ে এদিন ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন,ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আন্দোলন ও বলিদানে ফলে সারা দেশে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদানে বিজেপির কার্যকতারা গর্ব বোধ করেন।

তাঁর কথায়, এক দেশ ,এক নিশান, এক প্রধান এবং এক বিধান এই মন্ত্রে ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গোটা ভারতবর্ষকে এক সূত্রে গাঁথার লক্ষ্যে দেশমাতার চরণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় জনসংঘ দল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা পর্বতী সময়ে ভারতীয় জনতা পাটি দলে মান্যতা পেয়েছে। মন্ত্রী দাবি, ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসংঘ দলটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বর্তমানে তা ফল পেয়েছে।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ জুলাই।। ভারত যুব শক্তির দেশ।এই যুব শক্তির উপর ভর করেই নতুন ভারত গড়ার কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবে কথা গুলো বললেন বিশালগড়ের তরুণ প্রতিভাবান বিধায়ক সুশান্ত দেব। ভারত সরকারের যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশালগড়ের নতুন টাউন হলে বৃহস্পতিবার আয়োজিত হয় যুব উৎসবের। বিশালগড় নতুন টাউন হলে আয়োজিত যুব উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা, জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার, মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্টেট ডিরেক্টর জবা চক্রবর্তী, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এন্থনি দেববর্মা, প্রধান শিক্ষক মলয় ভৌমিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যুব শিল্পী গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ কবিতা আবৃত্তি, ফটোগ্রাফি,ইত্যাদির উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্র যুবদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। গতবছর বিশালগড়ের যুবক সঞ্জীব মজুমদার ভারতের পার্লামেন্টে যুব সংসদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তাঁকে এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। ভাষণে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন ভারত আত্মনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে। ভারতের প্রথম মেট্রোরেল জাপান থেকে আনা হয়েছিল। আজ ভারতেই তৈরি হচ্ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ভারতের যুব শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্ক, কোম্পানি, ইন্ডাস্টিতে সিইও র দায়িত্ব পালন করছে। শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবকদের হাতে রোজগার তুলে দেওয়ার কাজ চলছে। রাজ্যের রাবারের গুনগত মান সঠিক না থাকায় সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না। গুনগুত মান বৃদ্ধি করতে শিক্ষিত যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাবার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। ভারতে ৩৪ হাজার মেট্রিকটন আগরবাতি প্রয়োজন। এরমধ্যে ভারতে উৎপাদন হয় মাত্র চার হাজার মেট্রিকটন। কাজেই বিকল্প রোজগারের সুযোগ রয়েছে। একজন সরকারি কর্মচারী শুধু নিজের পরিবারকে ভালো রাখতে পারে। কিন্তু একজন স্বউদ্যোগী নিজের পরিবার ছাড়াও আরও অনেক পরিবারকে ভালো রাখতে পারে। গ্রামের কৃষকদের জীবনমান বদলে দেওয়ার উজ্জ্বল কারিগর কুশলেন্দু কুমার, হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে মাত্র পয়ত্রিশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কাজ করে অল্প সময়ের মধ্যে নয়শো কোটি টাকার মালিক হয়েছে উড়িষ্যার যুবক রোহিত আগরওয়াল। রেল দুর্ঘটনায় পা হারানোর পরেও সফল পর্বতারোহী অর্নিমা সিনহা। তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে উপস্থিত যুবকের উৎসাহিত করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি বলেন শুধু ইচ্ছে শক্তি থাকতে হবে। বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসবকে নিয়ে ছিল বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী দের শংসাপত্র তোলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী প্রত্যেককে পুরষ্কার স্বরূপ অর্থরাশি প্রদান করা হয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। তৎসঙ্গে রাজ্যে ভিত্তিক যুব উৎসবে যোগদান করার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে।

নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে কল্যাণপুরে সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ জুলাই।।নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কনফারেন্স হলে ব্লক স্তরের একদিনের এক সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারের আগে কল্যাণপুর স্কুল সংলগ্ন স্থান থেকে একটি রেলি ব্লক অফিস পর্যন্ত আসে। এদিনের সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ। স্বাগত ভাষণ রাখেন এডিশনাল বি ডি ও দিলীপ দেবনাথ। এছাড়াও নেশার মারাত্মক কুফল এবং তা থেকে সচেতন থাকতে বক্তব্য রাখেন কল্যাণপুর থানার ওসি তাপস মালাকার। কল্যাণপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শক মধু দেববর্মা, ডাক্তার সুপ্রিয় বর্মন, সি ডি পি ও এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন দপ্তরের সুপারভাইজার তপন দেবনাথ প্রমুখ। এদিনের সেমিনারে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল ছাড়াও ব্লক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট এর কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যে আসল টার্গেট পিপল নিয়ে এই সেমিনার ও কর্মশালা করলে আখেরে লাভ হতো তারা মানে সাধারণ যুব সমাজ অনুপস্থিত ছিলো। মানে যারা নেশায় আসক্ত এবং তাদের পরিবার কে যদি এই কর্মশালায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতো তাহলে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অন্য মাত্রা আসতো বলেই একাংশের ধারণা। অফিস এর কর্তা ব্যক্তিরা এবং পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরের কর্তা ব্যক্তিরা তো জানেনই নেশার কুফল। যারা এই ব্যাপারে এখনও অজ্ঞ তাদের টার্গেট করলে কর্মশালা আরও ফলপ্রসূ হতো বলেই ধারণা। যদিও বক্তারা বিস্তারিত ভাবে বলেন নেশার ফলে কিভাবে একটা শ্রেণী রসাতলে চলে যাচ্ছে। কল্যাণপুরের খুল্লাম খুল্লা বিক্রি হচ্ছে নেশা সামগ্রী। নিষিদ্ধ ড্রাগস থেকে শুরু করে মদের হোম ডেলিভারি। এসবের বিষয়ে সচেতনতার জন্যই এদিনের এই সেমিনার ও এক দিনের কর্মশালা। এই ধরণের কর্মশালা থেকে আসলে যদি কাজের কাজ কিছু মাত্র হয় তাহলেই সেটার সার্থকতা।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশ্ব জুনোসেস দিবস পালিত বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ জুলাই।। আজ প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনিয়া প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কনফারেন্স হলে বিশ্ব জুনোসেস দিবস উপলক্ষে ২০২৩ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় জেলার সব প্রাণী চিকিৎসক গণ উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডাক্তার সুবীর দাস, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস,ডি আই ও সাউথ বিতান সেনগুপ্ত।কর্মশালায় ভারতে জুনোটিক রোগের প্রভাব এবং এই জাতীয় রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে কিভাবে সচেতনতা বাড়ানো যায় তা নিয়ে জনসচেতনতার প্রয়োজন আছে বলে বিশেষজ্ঞগন ব্যাখ্যা করেছেন।

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

জৌনপুর, ৫ জুলাই (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের খুথান থানার অন্তর্গত গাউসপীর দরগার কাছে অবস্থিত একটি পুকুরে স্নান করে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।গৌসপুর গ্রামের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী হিমাংশু গুপ্তের ছেলে ত্রিলোকি সকালে পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ পরও তিনি না ফেরায় তার খোঁজ শুরু হয়। এরপর স্থানীয়রা তার মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখে। আগামী নভেম্বরে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে যুবকের পরিবারে।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

নিতে পারতেন। তা না করে এমন একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা এ বিষয়ে দক্ষ নন। তার জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। অবিলম্বে কমিটি বাতিলের দাবিও জানান বিরোধী দলনেতা। এসটিজিটির পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় কথা বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন এবার বিধানসভায় আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে সরকারের কাছে দাবি জানাবো ত্রিপুরায় চাকরি করতে গেলে চাকুরী প্রার্থীদের হয় ককবরক নতুবা বাংলা এই দুটো ভাষার মধ্যে একটি ভাষা জানা আবশ্যক হতে হবে। যেহেতু এ দুটি ভাষা রাজ্যে সরকারী স্বীকৃত ভাষা। তাতে করে সান অফ দা সয়েল মজবুত হবে বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন রাজ্যের ছেলে মেয়েরাই পাকাপাকিভাবে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে যেকোনো কাজ করতে পারবেন। বহি রাজ্যের ছেলে মেয়েদের খপ্পরে পড়তে হবে না।

পিআরটিসি নিয়ে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পেছনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন সরকার চাইছে পুরনো ইন্টারভিউগুলো বাতিল করার। বিরোধী দলনেতা বলেন আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পুরনো ইন্টারভিউ বহাল রাখার। শুধু নিয়োগের সময় পিআরটিসি দেখে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন বেকারদের নিয়ে খেলবেন না। দেশের প্রায় ৫০ শতাংশই যুবক যুবতী। এসটিজিটি পরীক্ষায় যারা কোয়ালিফাই করেছেন তাদের সকলকে চাকরি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন তিনি। এছাড়া যে সকল শূন্য পদ রয়েছে তা অবিলম্বে পূরণেরও দাবি জানাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা। আরো অনেক বিষয় রয়ে গেছে যা আগামী দিনে বিধানসভায় বিরোধীরা দলবদ্ধ হয়ে সরকারের কাছে দাবি জানাবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মহিলার মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মোহনপুরের নিজ বাসভবনে উদ্দেশে ফিরছিলেন উমা রানী দেবনাথ গোস্বামী।তেলিয়ামুড়া অম্পি চৌমুহনীতে এসে অটো থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় টিআর০১জেড১৬৭২ নম্বরের জ্বালানির ট্যাঙ্কার উমা রানীকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিল।সাথে সাথে উমা রানী রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিলেন।সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিল। ঘাতক গাড়ির মালিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত উমা রানীকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন, ঘাতক গাড়ির চালক প্রথমে পালিয়ে গেলেও পরবর্তী সময়ে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

স্পোর্টস স্কুলে চুক্তিভিত্তিক বহিরাগত ট্রেইনারদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে বহিরাজ্যের ট্রেইনার। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে ট্রেইনারদের বিরুদ্ধে। মুখ খুলে বলতে পারছে না তবে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে অনেক অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। ক্রীড়া মহল ভাবতে অবাক হচ্ছেন। কোন রাজ্যে ওনারা বসবাস করছেন !বহিরাজ্য থেকে আগত কিছু সম্মানীয় ব্যক্তি ক্রীড়াদপ্তরের সহযোগিতায় এসে খেলো ইন্ডিয়া স্কীমে চুক্তিভিত্তিক চাকুরী নিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ টাকা মাসোয়ারা পেয়ে ফুলে উঠছেন, স্পোর্টস স্কুলের তৈরী করা ছাত্র ছাত্রীদের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, বহি:রাজ্যের এক ম্যাডাম স্ট্রেন্থ কন্ডিশনিং এর নামে উল্টোপাল্টা শেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ। সুইমিং প্লেয়ার কে ক্লিনজার দেওয়াচ্ছেন যার ফলে একাধিক সাঁতারু অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে খবর। এথলেট ট্রেইনার মোবাইল দেখে শেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ। যে স্প্রিন্টার তাকে হাটা, যে লংজাম্প এ ভালো পারফরম্যান্স ছিল, তাকে দিয়ে লং-রান, এক কথায় কাকে কি শেখালে রাজ্যের নাম ও সেই প্লেয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে ওনার জানা নেই। জুডো ট্রেইনার সাত মাসে ১৪ জন প্লেয়ারকে অসুস্থ করে দিয়েছেন। সাঁতার ট্রেইনারেরও সেই একই অবস্থা। সবথেকে বড় খবর জিমন্যাস্ট প্লেয়ার এক মেয়েকে নাকি উল্টো-পাল্টা টেকনিক শেখাতে গিয়ে তার ঘাড়ের অবস্থা খারাপ করে দিয়েছেন(!)। সে এখন অসুস্থ,

অথচ যে প্লেয়ারদের ওনারা বর্তমানে শেখাচ্ছেন তারা প্রত্যেকেই রাজ্যের পিআই ও কোচদের কাছে সেই ছোট বেলা থেকেই ট্রেনিং নিয়ে রাজ্যের ও নিজের সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা উপজাতি খেল উৎসবে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করেছে, ৫-৭ দিনের ক্যাম্প হয়েছিল তাদের ট্রেইন করেছে রাজ্যের শারীর শিক্ষক গন, অথত গত চার জুলাই দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বহি রাজ্যের ট্রেনারদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, কিন্তু একবার ও রাজ্যের পিআই দের সম্মান দূরের কথা, নামও উচ্চারণ করা হয়নি বলে খবর। সমস্ত ক্রেডিট দেওয়া হলো বহিরাগত খেলো ইন্ডিয়ার কর্মীদের, যাদের কোনও কৃতিত্ব ছিল না বলা চলে।রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীদের অনুরোধ ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী বাহাদুর, অধিকর্তা ও আধিকারিকদের কাছে, ঐ খেলো ইন্ডিয়ার কর্মীদের থিওরেটিক্যাল নিয়ে চুক্তিভিত্তিক এক বছরের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, এখন তাদের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নেওয়া হউক। তাহলেই জানা হয়ে যাবে রাজ্যের পিআই-দের থেকে ওনারা কত নিম্ন মানের ট্রেইনার।

ইলিশ প্রিয় বাঙালির জন্য সুখবর

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি.স.): অবশেষে ইলিশ প্রিয় বাঙালির জন্য সুখবর। বৃষ্টি শুরু হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, নামখানা, বকখালি, সাগর, পাথরপ্রতিমার মৎস্যজীবীদের জালে মরসুমের প্রথমেই ধরা পড়েছে জলের রুপোলি শস্য। বঙ্গোপাসাগরে বৃষ্টি ও পুবালী বাতাস থাকায় ইলিশে ঝাঁকের দেখা মিলেছে। গত কয়েকদিনে ৫০০ টনের বেশি ইলিশ মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়েছে। তবে এবার আর খোকা ইলিশ নয়। আকারে ও ওজনে ইলিশগুলি ৭০০ গ্রাম থেকে এক কিলোর মধ্যে।

ইতিমধ্যে ইলিশভর্তি ট্রলার ফিরতে শুরু করেছে নামখানা, কাকদ্বীপ মৎস্যবন্দরে। ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজারের মাছের আড়ৎ ঘুরে যা পৌঁছে যাবে কলকাতা সহ রাজ্যের বাজারে। গত ১৫ জুন থেকে ইলিশ ধরার মরসুম শুরু হলেও এবার সেভাবে ইলিশ ধরা পড়েনি। ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছিল মৎস্যজীবীদের। অবশেষে রুপোলি শস্য জাল ভরে যাওয়ায় খুশি ট্রলার মালিক থেকে মৎস্যজীবীদের মধ্যে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তামিম ইকবাল

ঢাকা, ৬ জুলাই (হি.স.): শেষ পর্যন্ত সব গুঞ্জনই সত্যি হল। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে বিদায় নিলেন তামিম ইকবাল। গত কয়েক দিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল, অধিনায়কত্ব ছাড়ছেন তামিম ইকবাল। সেই গুঞ্জনই সত্য হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন এই বাঁ-হাতি ওপেনার। বিশ্বকাপের তিন মাস আগে হঠাৎ অবসর নিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক, চোখের জলে সরলেন তামিম।বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন তামিম। তিনি যে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নেবেন তা ভাবতে পারেননি সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকেরা। হঠাৎই ১৬ বছরের কেরিয়ার থেকে অবসরের কথা জানান তামিম।

শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি ফাইনালে মুহুরিপুর-কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। না খেলেই ফাইনালে কসমোপলিটন ক্লাব। খেতাব দখলের লড়াইয়ে কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে মুহুরীপুর জনকল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। শনিবার বাইখোরা স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। বৃহস্পতিবার ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো কসমোপলিটন ক্লাব এবং ব্রু জোয়ান মথৌ দলের মধ্যে। ম্যাচ শুরুর আগে ত্রিপুরার হয়ে খেলা সুকান্ত রিয়াং এ অখেলোয়াড় সুলভ মনোভাব দেখিয়ে দল তুলে নেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ক্রিকেটপ্রেমীরাও। জানা গেছে, ম্যাচ শুরু করার আগে ঠিক সময়মতো কসমোপলিটান ক্লাব মাঠে রিপোর্ট করলেও ব্রু জোয়াই মথৌ দেরি করে মাঠে আসে এবং এর কোন সুনির্দিষ্ট কারণও ওদের কাছে ছিলনা। একজন-দু"জন করে ধীরে ধীরে মাঠে আসতে থাকে। ম্যাচ শুরু করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও ওদের দেরি করে আসাতে ম্যাচ সময়মতো শুরু করা যায়নি। সাড়ে ৮ টার পরিবর্তে সকাল সোয়া ৯ টায় ম্যাচ শুরু হয়। ৩০ মিনিট দেরির জন্য কসমোপলিটান ক্লাবের অধিনায়ক রাজদীপ দত্ত প্রতি মিনিট দেরিতে ২ রান হিসেবে ৬০ পেনাল্টি রানের আবেদন জানান। দুই আম্পায়ার বিষয়টা প্রতিপক্ষ অধিনায়ক এন, ভসন্তন দেওয়ানকে জানালে দুই অধিনায়কই তা মেনেও নেন, সহমত হয়ে সম্মতিও দেন। এরপরে টসে ব্রু জোয়াই মথৌ এর অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেন। ব্রু জোয়াইন মথৌ এর সিনিয়র ক্রিকেটার সুকান্ত রিয়াং মাঠেই উপস্থিত হয়নি তখনও। ম্যাচ শুরু করার জন্য মাঠে আম্পায়ার প্রবেশ করার মুহুর্তে সুকান্ত মাঠে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়টা নিয়ে জানতে চান। ওকে বিষয়টা আবারও জানিয়ে দেওয়াও হয়, যদিও সুকান্ত নিজের টিমের অধিনায়ক নন। এরপরে মাঠে আম্পায়ার প্রবেশ করে, কসমোপলিটান ক্লাবের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যানও ক্রিজে আসে। এমনকি ব্রু জোয়াইন মথৌ টিমের প্লেয়াররা ফিল্ডিং করতে মাঠেও নামে। সুকান্তও হোয়াইট ড্রেস পরে রেডি হয়ে মাঠে নামে। ব্যাটসম্যান গার্ড নেওয়ার জন্য দাঁড়াতেই হঠাৎ করে রামকিশোর রিয়াং আবার পেনাল্টির বিষয়টা জানতে চান। সুকান্ত রিয়াং তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ৬০ রান পেনাল্টি হলে আমরা খেলবনা। সুকান্ত রিয়াং পুরো দলকে নিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই মাঠের বাইরে চলে যায়। শুধু তাই নয়, সময়মতো মাঠে না এসেও রুলস জানা 'ন্যাশনাল' ক্রিকেটার হওয়ার বাহবা উড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে চেঁচামেচি করতে থাকেন। এবং কোনরূপ আলোচনার সুযোগ না রেখেই দ্রুততার সহিত মাঠের এরিয়া ছেড়েই চলে যায়। সঙ্গে টিমের বাকিরাও ওর পিছু পিছু চলে যায়। ম্যাচ করানোর মানসিকতা নিয়ে টুর্ণামেন্ট কমিটি ওদের বুঝাতে গেলে ওরাও মাঠ ছেড়ে চলে যায়। বিপরীতে কসমোপলিটান ক্লাবের ব্যাটসম্যানদ্বয় ক্রিজেই থাকে আর প্লেয়াররা কিন্তু ড্রেসিংরুমেই থাকে। ম্যাচ করানোর মানসিকতা নিয়ে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি এবং সচিব পুনরায় ভসন্তনকে ফোন করে আবারও চিন্তাভাবনা করার সময় দিলেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। শেষে নিয়মানুযায়ি কসমোপলিটান ক্লাবকে বিজয়ী ঘোষনা করা হয়।

দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে ১ম ইনিংসে লীড পশ্চিমাঞ্চলের

পশ্চিমাঞ্চল: ২২০, ১৪৯/৩ মধ্যাঞ্চল: ১২৮,

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত লিড নিয়েছে পশ্চিমাঞ্চল। দ্বিতীয় ইনিংসেও এগুচ্ছে বড় রানের লক্ষ্যে। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে মধ্যাঞ্চল অনেকটাই পিছিয়ে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে পশ্চিমাঞ্চল এই মুহূর্তে ২৪১ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে আরও ৭ উইকেট। ইচ্ছে রয়েছে অনেকটা বড় স্কোর করে মধ্যাঞ্চলের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। প্রথম দিনে ৮ উইকেট এবং দ্বিতীয় দিনে ১৫ উইকেটের পতনে অনুমান করা হচ্ছে তিনদিনের মধ্যেই হয়তো ম্যাচের ফয়সালা হয়ে যাবে। দুদিনের খেলায় ম্যাচের লাগাম অনেকটাই পশ্চিমাঞ্চলের হাতে। তিন দিনে ম্যাচ শেষ না হলেও শেষ দিনের প্রথম বেলায় হয়তো ম্যাচ পশ্চিমাঞ্চলের মুঠোই চলে আসবে।

ব্যাঙ্গালুরুর আলু-র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে প্রথমদিনের খেলা শেষে পশ্চিমাঞ্চল দিনভর ব্যাট চালিয়ে ৯০ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ দ্বিতীয় দিনে সাকুল্যে চার রান যোগ করে ইনিংস শেষ করলে জবাবে সেন্ট্রাল জোন ব্যাট করতে নেমে ৩১.৩ ওভার খেলে ১২৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পশ্চিমাঞ্চলের বোলার নাগওয়াশওয়ালা ৭৪ রানে ৫ উইকেট তুলে নিতেই মধ্যাঞ্চল প্রমাদ গুনতে থাকে। এছাড়া, এ শেঠ তিনটি ও টি গজা দুটি উইকেট পেয়েছে।

মধ্যাঞ্চলের রিঙ্কু সিং ৪৮ এবং ধ্রুবচন্দ্র জুরেল ৪৬ রান সংগ্রহ করেছে। অন্যদের ব্যাটে তেমন রান আসেনি।

৯২ রানের লিড নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৯ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান সংগ্রহ করেছে। চেতেশ্বর পুজারা ৫০ রানে উইকেটে রয়েছেন। তবে সূর্য প্যাভিলিয়নে ফিরেছে ব্যক্তিগত ৫২ রান করে। মধ্যাঞ্চলের সৌরভ কুমার দুটি ও আর ঠাকুর একটি উইকেট পেয়েছে।

তিন রানে লিড : দলীপ ট্রফির সেমিতে উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চলের ম্যাচ ৫০-৫০

উত্তরাঞ্চল: ১৯৮, ৫১/২ দক্ষিণ অঞ্চল: ১৯৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। লিড পেয়েছে উত্তরাঞ্চল। তবে সামান্য তিন রানে। লিড নিয়ে উত্তরাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ১১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করেছে। টার্গেট রয়েছে অন্তত পক্ষে তিন শতাধিক রান সংগ্রহ করে দক্ষিণাঞ্চলের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া। তবে ১৫৮ রানে প্রথম ইনিংস ফুরিয়ে যাওয়া দল উত্তরাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে কতটুকু রান সংগ্রহ করতে পারবে তাই এখন দেখার বিষয়। দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ উত্তরাঞ্চল বনাম দক্ষিণ অঞ্চলের লড়াই চলছে ব্যাঙ্গালুরের এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। বুধবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে দক্ষিণাঞ্চল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে উত্তরাঞ্চল ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯৮ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে দক্ষিণাঞ্চল দিনের খেলা শেষে ৪ উইকেটে ৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনে বাকি ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩২ রান যোগ করতে সক্ষম হয়। তবে চার রানের জন্য লিড হাতছাড়া করে আফসোস রেখে দেয়। তিন রানে লিড নিয়ে উত্তরাঞ্চল ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১১ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করেছে। আর কলসি ২১ রানে এবং প্রবশিরাম সিং ছয় রানে উইকেটে রয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চলের ময়ান আগরওয়ালের ৭৬ রান ও তিলক বার্মার ৪৬ রান উল্লেখযোগ্য। উত্তরাঞ্চলের ভৈরব অরোরা ও জে যাদব তিনটি করে এবং বলতেজ সিং ও হর্ষিত রানা দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

নাইন বুলেটসে ছত্রভঙ্গ ত্রিপুরা পুলিশ : বি-ডিভিশন ফুটবলে

নাইন বুলেট-৩	ত্রিপুরা পুলিস-০

(লালরিন, মালভিন, রাজীব সাধন)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু করলো নাইন বুলেটস ক্লাব। বুলেটসে ছত্রভঙ্গ পুলিস। ত্রিপুরা পুলিসকে কার্যত বিধবস্ত করে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিলো নাইন বুলেটস। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচেই নিজেদের শক্তির জানান দিলেন রাজীব সাধন জমাতিয়া-রা। শক্তি, গতি এবং দক্ষতা- সব বিভাগেই পুলিসের 'বুড়ো' ফুটবলারদের ছাপিয়ে গেলেন নাইন বুলেটসের তরুণ ব্রিগেড। এদিন আরও বড় ব্যবধানে জয়ী জয় পেতো কর্ণেন্দু দেববর্মার বুলেটস তাহলে অবাক হওয়ার কিছু ছিলো না। তিন কাঠির নীচে রাকেশ দেববর্মা যদি অবধারিত কয়েকটি গোল রুখে না দিতেন তাহলে ব্যবধান আরও বাড়তো। শুরুতে বুলেটসকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন পুলিসের ফুটবলাররা। কিন্তু ম্যাচ যত গড়িয়েছে ততই পিছিয়ে পড়ে ত্রিপুরা পুলিসের ফুটবলাররা। দেখা দেয় দমের অভাবও। ওই সুযোগটা পুরো কাজে লাগান বুলেটস ব্রিগেড। ৩৪ মিনিটে প্রথম গোল পায় নাইন বুলেটস। দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন লালরিন থুলুঙ্গা। গোল পেতেই গোটা দল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। শুরু হয় মুহো মুহো আক্রমণ। আর তাতেই পুলিসের রক্ষণভাগে চিড় ধরে। ৩৯ মিনিটে মালভিন সি ভানলাল উগাকে দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা রক্ষণাত্তক ফুটবল খেলে বুলেটসে আটকে রাখার চেষ্টা করে পুলিস। তাতেও কাজ এলো না। ৭৯ মিনিটে লালকার্ড দেখে পুলিসের মনিরাম দেববর্মা মাঠ ছাড়তেই দল ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে সুযোগ সন্ধানী তথা দলনায়ক রাজীব সাধন জমাতিয়া পুলিসের জালে শেষবার বল পাঠান। রেফারি আদিত্য দেববর্মা লাল কার্ড দেখান পুলিসের মনিরাম দেববর্মাকে। এছাড়া হলুদ কার্ড দেখান বিক্রম কিশোর জমাতিয়াকে।

ফুলো জানো-জম্পুইজলার ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে মহিলা লীগ ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত মহিলা লিগ ফুটবল আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় এডি নগরস্থিত পুলিশ গ্রাউন্ডে ফুলো জানো ক্লাব ও জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রাক্তন ফুটবলার রুমিতা দেববর্মা ফুটবলে কিক করে লীগের সূচনা করবে। উল্লেখ্য মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী অপর চারটি দল হলো: ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, চলমান সংঘ, বিক্সা মর্নিং ক্লাব, ইকফাই ফুটবল ক্লাব ও ত্রিপুরা পুলিশ। আগামীকাল উদ্বোধনী ম্যাচের পর থেকে ক্রমান্বয়ে ২৬ জুলাই পর্যন্ত একনাগারে প্রতিদিন বিকেলে মহিলা লিগ ফুটবলের পরবর্তী ২০ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে মহিলা লীগ কমিটির সেক্রেটারি পার্থসারথি গুপ্ত ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, আগামীকাল মহিলা লিগ ফুটবলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও প্রতিদিন প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করার জন্য ফুটবলপ্রেমীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মহিলা লীগ কমিটির সেক্রেটারি।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender on plain paper are hereby invited from the intending bonafide and resourceful supplier [Indian Nationality] on behalf of Udaipur Forest Sub-Division, Government of Tripura for supply of the following item of material for Road side plantation as per terms & conditions indicated below. which will be received in the office of the SDFO, Udaipur within the office hour of 20072023 up to 2.30 PM and will be opened on the same day at 3.30 PM. If possible, otherwise on the next working day at 10,00 AM while the bidders may remain present. For all the details including the terms and conditions, etc. the above said Tender Notice may please be referred to. A copy of the said Notice is kept in the Notice Board of O/o the Sub-Divisional Forest Officer, Udaipur and also uploaded in the website of the Forest Department: www.tripuraforest gov.in.

SPECIFICATION OF FOXTAIL PALM

Foxtail Palm Tree (10ft - 12ft height

ICA/C-1308/23

(Kamal Bhowmik, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Udaipur, Gomati Tripura,

NOTICE INVITING QUOTATION

The Principal, College of Agriculture, Tripura invites Quotations in sealed envelope from authorized dealers / distributors / reputed firms having minimum experience in Supplying & installation of Air Conditioner for procurement of one three star well Branded 1.5 Ton Air Conditioner for College of Agriculture, Tripura. The maximum financial sealing is Rs. 40000/-(Forty thousand) only including carrying, installation and all other taxes. The interested Company/Supplier/Agency may submit their financial documents and technical documents in a sealed cover on or before 20th July, 2023 to the undersigned office. The bidder must be a GST registered having valid PAN, Trade License, Income Tax clearance, dealing experience etc.The details technical specification etc can be obtain from College of Agriculture, Tripura during office hour from 05/07/2023 to 20/07/2023.
The authority will have the complete right to reject or cancel any bid if not satisfied.

ICA/C-1305/23

(Dr. T. K. Maitya)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

PNIT No. F. 08/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2023-24 date: -07-2023

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIeT	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIeT No: 24 /EE/PWD (R&B) /KHW/ 2023-24	₹ 13,26,157.00	₹ 26,523.00	90 (Ninety) days
2	DNIeT No: 25 /EE/PWD (R&B) /KHW/ 2023-24	₹ 24,25,066.00	₹ 48,501.00	150 (One hundred fifty) days
3	DNIeT No: 26 /EE/PWD (R&B) / KHW/2023-24	₹ 24,26,640.00	₹ 48,533.00	180 (One hundred eighty) days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripu' ratenders.gov.in

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

ICA/C-1303/23

NOTICE INVITING e-TENDER

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 08/EE/DWS/AGT-II/2022-23 Dated- 05/07/2023

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

DNIeT No.	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
DNIe-T No: 34/EE/DWS/AGT-II/2022-23.	Construction / Retrofitting of piped water supply scheme under JJM / SH: Quality improvement of drinking water supply by way of construction of **2(Two) Nos. of 7,500 GPH capacity package type IRP** in/c. allied Civil, Mechanical, Electrical works etc. complete in all respects at different places under the jurisdiction of **Badarghat DWS Sub-Division, Badarghat** under West Tripura District, Tripura during the year 2023-24/ **Group No.- I**	₹ 38,52,769.00	₹ 77,055.00	120 (One Hundred & twenty) Days	₹ 1,000.00	Appropriate class

- Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 05/07/2023 at 18.00 hours.
- Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 26/07/2023 up to 15.00 hours.
- Date and Time for Opening of Bid- 26/07/2023 up to 15.30 hours..
- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

(Er. D. Dasgupta)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

ICA/C-1299/23

তেলিয়ামুড়ায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।।ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক যুবক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চামপ্লাই এলাকায় বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ। জানা যায়,, তেলিয়ামুড়া থানাধীন চামপ্লাই এলাকার নন্দলাল নমঃ দাস ওরফে মন্টু নামের এক যুবক কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে বাড়ির সকলের নজর এড়িয়ে নিজ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতি হয়। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে পরিবারের লোকজনদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে এলাকাবাসীরা। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে ওই যুবকের মৃতদেহটি এলাকাবাসী সহ পরিবারের লোকজন মিলে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে দড়ি কেটে নামিয়ে নিয়ে আসে পুলিশ আসার আগেই। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় মৃতদেহ। নন্দলাল ওরফে মন্টুর এভাবে আচমকাই গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে মৃত যুবকের সারা শরীরে রক্তের ছাপ থাকায় এই মৃত্যুর নিয়ে প্রকৃত পক্ষেই ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

সংসদের সেন্ট্রাল হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। ছবি-পিআইবি

কাঞ্চনমালায় পুলিশ ভেঙ্গে ফেলল চোলাই মদের ঠেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর জামাইয়ের নাম ভাড়িয়ে চুলাই মদ ব্যবসায়ী শশুরের শেষ রক্ষা হলো না। স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ীরা হানা দিল মদ ব্যবসায়ীর মদের ঠেকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় , গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চন মালা বাজারে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দেশি মদ বিক্রি করে আসছে সন্তোষ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি। স্থানীয় কাঞ্চনমালা বাজার ব্যবসায়ীরা একাধিকবার মদ ব্যবসায়ি সন্তোষ দেবনাথকে মদ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য বলেআসছে। কিন্তু সন্তোষ দেবনাথ অবৈধ মদের ব্যবসা কোনভাবে ছাড়তে রাজী হয়নি। প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাঞ্চনমালা সবজি বাজারে মদ বিক্রি করে চলেছে। মদ ব্যবসায়ী সন্তোষ দেবনাথের মেয়ের জামাই ত্রিপুরা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। আর তাই মেয়ের জামাইয়ের দাপট দেখিয়ে এতদিন অবৈধভাবে মদের ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। বেশ কয়েকবার কাঞ্চনমালা বাজার ব্যবসায়ীরা সন্তোষ দেবনাথ এর মদের ব্যবসায় বাধা দিতে আসলে মেয়ের জামাই সাব ইন্সপেক্টরকে দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি প্রদান করে আসছিল।তবে সন্তোষ দেবনাথ এর এই ধরনের কার্যকলাপ কোনভাবেই সহ্য হচ্ছিল না কাঞ্চনমালা বাজার ব্যবসায়ীদের। অবশেষে বুধবার রাতে স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে সন্তোষ দেবনাথের মদের ঠেকে অভিযান চালায়। বাজার ব্যবসায়ীরা অভিযান চালিয়ে অনেকগুলো মদের বোতল এবং ড্রাম ভর্তি দেশি চোলাই মদ নষ্ট করে ফেলে। পরে বাজার ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী ছুটে এসে ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করে সন্তোষ দেবনাথের মদের ব্যবসার দৃশ্য দেখতে পেয়ে হতবাক। স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ীরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন সন্তোষ দেবনাথের এই মদের ব্যবসার কারণে কাঞ্চনমালা বাজার সহ বাজারের আশেপাশের এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। তাই বাজার ব্যবসায়ীদের দাবি সন্তোষ দেবনাথ এর এই অবৈধ মদের ব্যবসা বন্ধ করতে আইন যেন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কৈলাসহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। কৈলাসহর মহকুমার বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা 'সাই কম্পিউটার' লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সরব হলেন শাসক বিজেপি দলের নেতা তথা কৈলাসহর পুর পরিষদের কাউন্সিলর সিকিম সিনহা। দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে গোটা কৈলাসহর মহকুমার বিদ্যুৎ পরিসেবার দায়িত্বে রয়েছে বহিঃ রাজ্যের বেসরকারি সংস্থা 'সাই কম্পিউটার' লিমিটেড। যেদিন থেকে কৈলাসহর মহকুমার বিদ্যুৎ পরিসেবার দায়িত্ব 'সাই কম্পিউটার লিমিটেড' নিয়েছে সেদিন থেকেই কৈলাসহর মহকুমার বিদ্যুৎ পরিসেবা একেবারেই তলানিতে গেছে বলে মহকুমাবাসীর অভিমত। একই অভিযোগ করেছেন কৈলাসহর পুর পরিষদের সতেরো নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিকিম সিনহা। উল্লেখ্য, বিগত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে কৈলাসহর পুর পরিষদের সতেরো নং ওয়ার্ডের পূর্ব দুর্গাপুর এলাকায় প্রবেশের মুখে বিদ্যুৎ-এর খুঁটি বাঁকা হয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ-,এর খুঁটি বাঁকা হবার ফলে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার একেবারেই নীচে নেমে গেছে। রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় এলাকাবাসীরা একটু অসতর্ক হলেই বিদ্যুৎ পৃষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এলাকাবাসীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করছেন। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীরা কয়েকবার সাই কম্পিউটার সংস্থার অফিসে ফোন করে জানায় এবং কয়েকবার সাই কম্পিউটার সংস্থার অফিসে গিয়ে লিখিত ভাবে জানানোর পরও দুই সপ্তাহ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু সাই কম্পিউটার সংস্থার কর্মীরা আজ অব্দি পূর্ব দুর্গাপুর এলাকায় আসার সময় পায়নি। যত দিন যাচ্ছে ততোই বিদ্যুৎ-এর খুঁটি আরও বেশি বাঁকা হচ্ছে। আর, বিদ্যুৎ পরিবাহী তার আরও নীচের দিকে নামছে। সাই কম্পিউটার সংস্থার এহেন আচরনে ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসীরা স্থানীয় কাউন্সিলর সিকিম সিনহার দারস্থ হয়ে এই ঘটনা সম্পর্কে জানান। এই ঘটনা শোনা মাত্রই এলাকাবাসীর সামনে কাউন্সিলর সিকিম সিনহা সাই কম্পিউটার সংস্থার আধিকারিকদের ফোন করে জানালে সাই কম্পিউটার সংস্থার আধিকারিকরা কাউন্সিলর সিকিম সিনহার কাছ থেকে দুই দিনের সময় চেয়ে নেন। আগামী দুই দিনের মধ্যে সাই কম্পিউটার সংস্থার কর্মীরা এলাকায় গিয়ে বিদ্যুৎ-,এর খুটির কাজ করে দেবে বলে কাউন্সিলর সিকিম সিনহাকে জানায়। এলাকাবাসীর কাছ থেকে অভিযোগ পাবার পরও সামান্য এই কাজটি করতে দুই সপ্তাহের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় কাউন্সিলর সিকিম সিনহাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কাউন্সিলর সিকিম সিনহা জানান যে, যদি আগামী দুই দিনের মধ্যে পূর্ব দুর্গাপুর এলাকায় সাই কম্পিউটার সংস্থার পক্ষ থেকে কাজ করে না দেয় তাহলে মহকুমাশাসক সহ আরও অন্যান্যদের নিয়ে সাই কম্পিউটার সংস্থার বিরুদ্ধে অন্যরকম পরিকল্পনা নেবেন বলে হুশিয়ারি দেন কাউন্সিলর সিকিম সিনহা। কাউন্সিল সিকিম সিনহা আরও বলেন যে, গোটা কৈলাসহর মহকুমায় সাই কম্পিউটার সংস্থার উপর সাধারণ মানুষ প্রচন্ড ক্ষুব্ধ এবং সাই কম্পিউটার সংস্থার বিদ্যুৎ পরিসেবার মান এতটাই নিম্নমানের যে, প্রতিদিন গ্রাহকেরা ক্ষুব্ধ হচ্ছে বলে কাউন্সিলর সিকিম সিনহা জানান

উল্লেখ্য,কৈলাসহরে একটু হালকা বৃষ্টি হলে কিংবা হালকা বাতাস হলেই বিদ্যুৎ পরিসেবা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। এলাকায় ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকার পর এলাকাবাসীরা সাই কম্পিউটার সংস্থার অফিসে ফোন করলে সংস্থার কর্মীরা ফোন রিসিভ করে না কিংবা সংস্থার অফিসে এসে কারন জানতে চাইলে অফিসে কোনো কর্মীকে পাওয়া যায় না। প্রায়ই বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ কিংবা সাই কম্পিউটার সংস্থার অফিস তালাবন্ধী করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা। সাই কম্পিউটার সংস্থার বিদ্যুৎ পরিসেবা নিয়ে চলতি সপ্তাহে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে বামপন্থী যুব সংগঠন।

কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে প্যাথলজির পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। প্রত্যন্ত গ্রাম কিংবা এডিসি এলাকা নয়। এবার খোদ ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহর শহরের উপন্ট্রে অবস্থিত রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালের ল্যাবরেটরির পরিসেবা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। ছয় জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা অব্দি হাসপাতালের ল্যাবরেটরি বন্ধ। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য আসার পর ল্যাবরেটরি বন্ধ দেখে ফিরে যান। এনিয়ে রোগীরা প্রচন্ড ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। প্রায়ই রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালের ল্যাবরেটরি বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে সিনিয়র এক পরীক্ষক তপন বাবু নাকি সরকারি কোয়ার্টারে থাকেন এবং সরকারি কোয়ার্টারে নিজে ল্যাবরেটরি বসিয়ে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা করেন বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। অথচ, সিনিয়র পরীক্ষক তপন বাবু সহ ল্যাবরেটরিতে মোট তিনজন কর্মী থাকার পরও একজন কর্মীও ছয় জুলাই বৃহস্পতিবার ল্যাবরেটরিতে আসেনি। যার ফলে হাসপাতালের ল্যাবরেটরি বন্ধ রয়েছে। এব্যাপারে হাসপাতালে নিয়োজিত পূর্ত দপ্তরের কর্মী দিলিপ মালাকার এবং ল্যাবরেটরিতে আসা এক রোগীর আত্মীয় জানান যে, সকাল আটটা থেকে ল্যাবরেটরি খোলা থাকার কথা থাকলেও এগারোটা অব্দি সরকারি হাসপাতালের ল্যাবরেটরি বন্ধ। হাসপাতালের ল্যাবরেটরি বন্ধ কেন এ ব্যাপারে জানতে সংবাদ প্রতিনিধিরা হাসপাতালের ইনচার্জ ড: নিকেন্দ্র দেববর্মার চেম্বারে গিয়ে দেখেন এস ডি এম ও নিকেন্দ্র দেববর্মাও হাসপাতালে আসেননি। দুপুর বারোটা অব্দি এস ডি এম ও নিকেন্দ্র দেববর্মা হাসপাতালে আসেন নি। কে করবে কার বিচার। যে হাসপাতালের অভিভাবক তিনি নিজেও সময় মতো হাসপাতালে আসে না, সেই হাসপাতালের অন্য স্টাফদের ফাকিবাজি করাটাই স্বাভাবিক বলে অনেকেরই অভিমত।

কদমতলায় রোহিঙ্গা যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। কদমতলা থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে কালাছড়া এলাকা থেকে এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করে। কদমতলা থানার ওসি সুবির মালাকার এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা গোপন সূত্রে খবর পান এক রোহিঙ্গা যুবক আত্মগোপন করে রয়েছে।সেই মোতাবেক পুলিশ ফয়জুল ইসলাম (১৮) পিতা সৈয়দ আলম নামের ওই রোহিঙ্গা যুবককে গ্রেফতার করে কদমতলা থানায় নিয়ে আসে। অবশ্য ধৃত রোহিঙ্গা যুবক পুলিশের নিকট তার অপরাধের কথা স্বীকার করে জানায়,সে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কুড়ি নং রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। সে আরো জানায় ,দালাল মারফৎ তিন হাজার টাকার বিনিময়ে সে কৈলাশহর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে। কদমতলা থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে ৪৪/২৩ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধিতে মামলা গ্রহণ করে। রোহিঙ্গা ফয়জুল ইসলাম কি করে কালাছড়ার এলো সেই ঘটনা রহস্যজনক বলে স্থানীয়রা জানান।

ভগবাননগরে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। কৈলাসহরের ভগবাননগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের সামনের অস্থায়ী দোকান গুলো অন্যত্র নেওয়ার জন্য দোকান মালিকদের বিগত কিছু দিন পূর্বে কৈলাসহরের মহকুমা শাসক একটি নোটিশ জারি করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাশহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বীরজিত সিনহার নেতৃত্বে সমস্ত দোকান মালিকদের নিয়ে জেলাশাসকের দারস্ত হন। জেলাশাসকের সম্মুখীন হয়ে বিধায়ক বীরজিত সিনহা বলেন যে, অস্থায়ী দোকান মালিকদের যাতে একটি করে স্থায়ী দোকান শেড তৈরি করে দেওয়া হয়। বিধায়কের এই প্রস্তাবে জেলাশাসক রাজি হন এবং জেলাশাসক বলেন যে, আগামী দিনে শেড তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, জেলা হাসপাতালের সামনে অস্থায়ী দোকান গুলো থাকার কারণে জরুরী পরিষেবার গাড়িগুলি আসতে অনেকটা অসুবিধা হয়। যার কারণে কৈলাশহরের মহকুমা শাসক উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

২৪'র লোকসভা নির্বাচনে ত্রিশটিরও বেশি আসনে মুসলিম প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা বিজেপির

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই।। ভারতীয় জনতা পার্টি আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য তার মুসলিম বিরোধী ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয় তার চেষ্টা করছে এবং বড় পরিবর্তনের দিকে এগুচ্ছে।

দলের শীর্ষ সূত্রের মতে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দল সারা দেশে লোকসভা নির্বাচনের জন্য ৩০ জন মুসলিম প্রার্থীকে টিকিট দিতে পারে।দলের প্রধান লক্ষ্য হল মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতাদের কাছে পৌঁছানো যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুখ এবং অমুসলিম নির্বাচনী এলাকা থেকে টিকিট দেবেন।

অভ্যন্তরীণ সূত্র অনুসারে, পার্টি বিশ্বাস করে যে কোনও মুসলিম প্রার্থী যদি কোনও অ-মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে টিকিট পান তবে বিজেপির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ক্যাডার সেই প্রার্থীকে ভোট দেবে এবং এই আসনে জয়ের সম্ভাবনা বেশি।মজার বিষয় হল, বিজেপি 'মোদী মিত্র' প্রোগ্রামটি পরিচালনা করছে যেখানে এটি দেশের দশ লক্ষ মুসলিম পরিবার পরিদর্শন করার পরিকল্পনা করেছে এবং গত নয় বছরে সম্প্রদায়ের জন্য চালু করা বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের অবহিত করেছে।

ইতিমধ্যে, রাজনৈতিক পন্ডিতদের মতে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মেয়াদে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিজেপির প্রচেষ্টা নতুন নয়। তবে এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিজেপি আস্থা উপভোগ করতে পারেনি। বিজেপির বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোনো মুসলিম মন্ত্রী নেই এবং লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয়েই কোনো সংসদ সদস্য নেই।যাইহোক, এটি দেখতে বাকি রয়েছে যে হিন্দু আদর্শকে সমর্থনকারী দল ২০২৪ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে এই পরিবর্তন আনতে পারে কি না।

বিশালগড় বাইপাসে স্কুলছাত্রীর সাথে অসংলগ্ন অবস্থায় আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে অসংলগ্ন অবস্থায় পুলিশের হাতে আটক এক লম্পট যুবক। আটককৃত যুবকের নাম বাপন ভদ্র। ঘটনা বিশালগড় বাইপাস সড়কে। জানা গেছে, বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নবম শ্রেনির এক সংখ্যালঘু নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বাইপাস রাস্তার নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে শারিরীক সম্পর্ক করার চেষ্টা করে ওই যুবক। তখনই স্থানীয়ারা দেখতে পেয়ে ওই লম্পট যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে নাবালিকা ছাত্রীর বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যত্র পুলিশের হাতে আটক হওয়ার বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার দেবনাথের কাছে জানতে চাইলে তিনি এই ব্যপারে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলেননি। এমনিতেই বিশালগড় বাইপাস রাস্তায় চুরি, ছিনতাই থেকে শুরু করে নানা অপকর্ম সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ উঠে নিত্যদিন। এমতাবস্থায় বিদ্যালয় থেকে নাবালিকা ছাত্রীর বের হয়ে গিয়ে বাইপাস রাস্তা থেকে উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে।

ত্রিপুরায় চা শ্রমিকের পরিবারদের বিনামূল্যে জমি বণ্টন করা হয়েছে: সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরায় ১৯১০জন চা শ্রমিকের পরিবারকে বাসস্থানের জন্য বিনামূল্যে জমি বণ্টন করা হয়েছে।আজ সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল। পাশাপাশি এদিন তিনি রাজস্ব দফতরের সাফল্যের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।

এদিন তিনি বলেন, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ত্রিপুরায় আরও ৪২টি নতুন তহশিল কাছারির অফিস নির্মাণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ২০টি তহশিল কাছারির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।তাছাড়া , ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল।এরমধ্যে বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসক অফিস ভবন, সোনামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের অফিস এবং ১১২ টি তহশীল কাছারির উন্নতিকরণের কাজ চলছে।এর জন্য ব্যয় হবে ৫০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

এদিন তিনি আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ত্রিপুরায় ১৯১০জন চা শ্রমিক পরিবারকে বাসস্থানের জন্য রাজস্ব দপ্তরের মাধ্যমে বিনামূল্যে জমি বণ্টন করা হয়েছে।

বিলোনীয়ায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ জুলাই।। আজ বেলা বারটায় বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার অগ্নিবিনা কমিউনিটি হলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনিয়া পুর পরিষদের সহায়তায় পালিত হলো ভারত কেসরি শ্যামা প্রসাদ মুখেপাধ্যায়ের ১২৩ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত মহোদয়া। উদ্বোধক বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান শিখা নাথ,পুর পরিষদের সদস্য অনুপম চক্রবর্তী ও সুশঙ্কর ভৌমিক, তথ্য দপ্তরের এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর রিপন চাকমা সহ বিশিষ্ট অতিথিগন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন ও শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন উপস্থিত অতিথিগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর আই সি এ রিপন চাকমা, তিনি শুরুতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকদের আজকের দিনের অনুষ্ঠানের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে শ্যামা প্রসাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু চারটি কথা বলেন, বক্তব্য রাখেন চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ। বক্তব্যে পাপিয়া দত্ত বলেন আমরা সবাই এমন এক সন্দীখনে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে শ্যামা প্রসাদ আজ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ যে অখণ্ড ভারতের চিত্র দেখতে পাই তার মূল কারিগর হিসেবে ছিলেন তিনি। তার অসীম সাহস তেজ এবং হার না মানা মনোভাব তাকে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছে, তার মৃত্যু আজও আমাদের সবার কাছে অজানা, যেমনটা ঘটেছে নেতাজি সুভাষের ক্ষেত্রে, ইতিহাস যে মানুষটার প্রতি সবচাইতে বেশি অবিচার করেছে তিনি হলেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হাসতে হাসতে যে মানুষটা দেশের স্বার্থে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেন তিনি হলেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বলিদান দিতে যিনি কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি হলেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই তো বলিদানের আরেক নাম শ্যামা প্রসাদ মুখপাধ্যায় তিনটি বিশেষ কারনের জন্য তিনি উদাহরন হয়ে আছেন যেমন -

পশ্চিম বাংলাকে তিনি পাকিস্তানের হতে দেন নি,কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হতে দেননি, আরো এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো বলে শেষ করা যাবে না, বিশেষ করে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বানাতে গিয়ে তিনি আত্ম বলিদান দিয়েছেন। আজ কাশ্মীর যেতে গেলে আলাদা করে ভিসা বা পাশের প্রয়োজন পরে না, এমনিতেই যাওয়া যায়। ব্রিটিশ এবং সিপিআই এমের যোগ সাজোসে শ্যামা প্রসাদ ইতিহাসের পাতায় স্থান পান নি, এখন সময় এসেছে তাঁদের ইতিহাসের পাতায় স্থান দেবার।

জোলাইবাড়িতে বিজেপির যোগদান সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ জুলাই।। জোলাইবাড়ী বিধানসভা নির্বাচনে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাম শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে জোলাইবাড়ীবাসী। বর্তমান সময়ে লোকসভা নির্বাচনকে সামনের রেখে ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী শূন্যকরে গরেতুলতে দিবারাত্র কাজ করেযাচ্ছে মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। বৃহস্পিতবার মন্ডল সভাপতির উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯ নং বুথে ও ২৬ নং বুথে পৃথক পৃথক ভাবে যোগদানসভা অনুষ্ঠীত করাহয়। এই যোগদানসভায় ২৯ নং বুথে সি পি আই এম ও কংগ্রেস ছেরে ৬ পরিবারের ২২ জন ভোটার ও ২৬ নং বুথে সি পি আই এম ও কংগ্রেস ছেরে ১২ পরিবারের ৪৪ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের মধ্যে ২৯ নং বুথ থেকে সি পি আই এম এর প্রধান কুমুদ নমঃ বিজেপিতে যোগদান করেন। দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করেনেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং ও মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়ার নেতৃত্বে জোলাইবাড়ীবাসি নতুনকরে সপ্ন দেখা শুরুকরেছে। এই দুইজনেই জোলাইবাড়ী বিধানসাকেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজকরেযাবে সকলে আশাবাদী।

বাজারের বর্ধিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।।বাজারের বর্ধিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার দাবিতে বৃহস্পতিবার সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। তাদের দাবি,অতিসত্বর বাজারের বর্ধিত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হ্রাস করা হোক।

সংগঠনের জনৈক নেতার অভিযোগ, বেশ কিছুদিন যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় শাক- সবজির মূল্য অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের শাক সবজির ক্রয়ক্ষমতা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। তাদের আরও অভিযোগ, বিভিন্ন বাজারের কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাঁকা পথে মুনাফা লাভের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় শাক-সবজি মূল্য বেআইনী ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।তাতে সাধারণ মানুষর নাভিশ্বাস উঠেছে।তারই প্রতিবাদের প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বৃহস্পতিবার সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। তাদের দাবি, অতিসত্বর বাজারগুলোতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হ্রাস করা হোক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।